নাগানন্দ।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের

অনুমত্যনুসারে

ও ব্যয়ে

সারস্বতাশ্রম

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮৫।

গ্রন্থার্পণ।

মহিমার্ণব শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
মহাশয় মহিমার্ণবেষু।

সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ মাবেদনম্।

আপনি কৃতবিদ্য ও গুণগ্রাহিগণের গরিষ্ঠ এবং বাঙ্গলা কাব্য ও কবিকুলের অনন্য আশ্রয় ও উপজীব্য। বহুল সৎকবি নিজ নিজ পরিশ্রম সাধিত কাব্যনিচয় আপনার নামে অলঙ্কৃত করিয়া কৃতার্থম্মন্য ও সফলপ্রযত্ন বিবেচনা করিয়াছেন; সুতরাং আমার এই প্রথম রচনাকুসুম ত্রোটক নাগানন্দ আপনারেই উপহার প্রদান করিলাম।

কৃপাময়! সংস্কৃত সাহিত্য স্বরূপ কুসুমোদ্যানের নাগানন্দ একটী মনোহর কুসুমপাদপ এবং ভবাদৃশ মহল্লোকেই তজ্জাত কুসুমের রসগ্রাহী হইবার সমর্থ। প্রার্থনা করি, মহাশয় এই সামান্য উপহার সরল হৃদয়ে স্বীকার করেন।

আপনার চিরানুগৃহীত
শ্রীকালীপদ শর্ম্মা।

নাগানন্দ।

প্রথম অঙ্ক।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় হিমালয় নামে এক প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে; তাহার প্রস্থদেশে পুষ্পাপুর নামে এক পরম রমণীয় নগর ছিল। যে স্থানে অসামান্য গুণ সম্পন্ন পরম ধার্ম্মিক ও অতি বদান্য গন্ধর্ব্বরাজ জীমূতকেতু রাজত্ব করিতেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং সন্তান লাভের নিমিত্ত বহু যত্ন করিতেন কিন্তু যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন রাজকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন অতীত হইলে, কল্পবৃক্ষ রাজার অপ্রতিহত ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা জীমূতকেতুর পরম রমণীয় অলোক সামান্য রূপ লাবণ্য সম্পন্ন এক পুত্র জন্মিল; তিনি পুত্রের নাম জীমূতবাহন রাখিলেন।

জীমূতবাহন অল্পকাল মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী, পরম ধার্ম্মিক, অতি দয়াবান্, সুশীল এবং যুদ্ধবিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি অসামান্য রূপ লাবণ্য যশ ও পরাক্রম দ্বারা পুরুর সৌভাগ্যশালী ও লোক সমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। কিছু কাল পরে তিনিও পিতার ন্যায় আরাধনা দ্বারা কল্পবৃক্ষকে প্রসন্ন করিয়া এই বর প্রার্থনা

করিলেন যে, আমার প্রজাগণ সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হউক। রাজপুত্রের অল্পবয়সে এরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তর ভক্তি দর্শনে কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিলেন। অনন্তর প্রজারা ঐ বর প্রভাবে সর্ব্ব প্রকারে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগের ধনমদে এরূপ মত্ততা জন্মিল যে, রাজাকে সামান্য প্রজাবৎ তৃণ তুল্য জ্ঞান করিতে লাগিল। ফলত কিছু দিন পরে রাজা ও প্রজাতে আর কোন ইতর বিশেষ রহিল না।

তখন জীমূতকেতুর জ্ঞাতিবর্গ পরস্পর মিলিত হইয়া গোপনে পরামর্শ করিলেন যে, ইহাঁরা পিতা পুত্রে অনন্য কর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া দিবানিশি কেবল ধর্ম্ম চিন্তায় কাল যাপন করিতেছেন; রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করেন না। বিশেষত প্রজা সকল অত্যন্ত অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, অতএব ইহাঁদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া যাহাতে দেশের মঙ্গল ও অনুরূপ রাজ্য শাসন হয়, তদনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য। এই রূপ পরামর্শ স্থির হইলে সকলে মিলিত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজবাটী অবরোধ করিলেন।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতুল পরাক্রমশালী মহা বীর্য্যবান্ ধীমান্ যুবরাজ জীমূতবাহন পিতার নিকট নিবেদন করিলেন, মহারাজ! জ্ঞাতিবর্গ একত্র মিলিত হইয়া আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত এই রূপ আয়োজন করিয়াছেন। এ ক্ষণে আপনার অনুমতি হইলে, যেমন অরিনিসূদন ধনঞ্জয় সাক্ষাৎ কালান্ত কালের ন্যায় শত্রু

সমূহ ক্ষয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া দুরাশাপরবশ বিপক্ষ দল সমূলে নির্ম্মূল করি।

জীমূতকেতু পুত্রকে এবম্ভূত গর্হিত কর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া কহিলেন, বৎস! এই সংসার অসার; আর এই ক্ষণ বিধ্বংসী পাঞ্চভৌতিক দেহ ও বিনশ্বর রাজ্য পদের নিমিত্ত বহু সংখ্যক জীব হিংসা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হওয়া কখন উচিত নহে; বরং সামান্য অর্থাকাঙ্খা ও রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নির্জ্জন স্থানে গিয়া এক মনে জগদীশ্বরের আরাধনা করাই বিধেয়। এই রূপ সংকল্প করিয়া পিতা পুত্রে নগর হইতে নির্গত হইলেন এবং নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আত্রেয় নামে এক সুচতুর ব্রাহ্মণ কুমার জীমূতবাহনের সহচর ছিলেন। এক দিবস জীমূতকেতু পুত্রকে আদেশ করিলেন যে, মলয় পর্ব্বতে গমন করিয়া উত্তম বাসোপযোগী এরূপ একটি স্থানান্বেষণ কর, যে স্থানে আমরা পরম সুখে ও নিরুদ্বেগ চিত্তে তপস্যা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি। যুবরাজ রাজাজ্ঞানুসারে নিজ সহচরের সহিত স্থানান্বেষণে বহির্গত হইয়া যাইতে যাইতে বয়স্যকে রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে! এই সংসারে সকলি অনিত্য জানিয়াও যৌবন প্রভাবে আমার সে জ্ঞান তিরোহিত হইতেছে; কারণ, এই কালে লোকের সদসদ্বিবেচনা থাকে না, কেবল নিত্য দৈহিক সুখাভিলাষে মন সর্ব্বদা অনুরক্ত হয়। অত-এব এমন যৌবনকাল যদি পিতামাতার সেবাতে বনে বনেই যাপন করি; তবে কবে আর সুখভোগ করিব? এই

কথা শুনিয়া আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! যথার্থ বলিয়াছেন, আপনার এই নবীন বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কি পিতামাতার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করা উচিত! বার্দ্ধক্য দশায় তাঁহাদের জীবনের আস্বাদন দূরীভূত হইয়াছে, এখন তপস্যা করিবারই উপযুক্ত সময়; সুতরাং তাঁহারা বনগমনে সুখী হইতে পারেন, কিন্তু আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে চিরপ্রবাস কখনই উচিত হয় না।

জিমূতবাহন প্রিয়বয়স্যের এই রূপ অকিঞ্চিৎকর বাক্য শ্রবণে সস্মিত বদনে কহিলেন, ভাল, বয়স্য! তুমি যে সিংহাসন পরিত্যাগ বিষয়ে অযুক্তি প্রদান করিলে, তাহা কি সদুপদেশ বলিয়া স্থির করা উচিত? সন্তান পিতা মাতার নিকটে যেরূপ শোভা পায়, সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে কি তাদৃশ শোভমান হইতে পারে? কখনই নহে। বিশেষত পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করিলে মনের মধ্যে যে এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয়, তাহা রাজভোগে কখনই সম্ভাবিত হইবার নহে। অতএব এমন পিতামাতার সেবা না করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সে নিতান্ত কাপুরুষ।

আত্রেয় যুবরাজের পিতৃভক্তি সূচক এই সকল উপদেশ শ্রবণে মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, আমি রাজ্য সুখের নিমিত্ত আপনাকে বনগমনে নিষেধ করিতেছি, এমত নহে, ইহাতে কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে। জীমূতবাহন কহিলেন, সখে! ভূপতিদিগের বিশেষ কর্ম্ম প্রজাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত, সাধু ব্যক্তির সমাদর, আশ্রিত

ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান দ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার, বন্ধুব্যক্তিকে আত্ম তুল্য জ্ঞান ও যাচককে প্রার্থনাধিক ধনদানে সন্তুষ্ট করা; এই সমুদয় অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমি কখন ত্রুটি করি নাই। তবে তুমি আমাকে কি বিশেষ কথা বলিতে ইচ্ছা কর? আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! মতঙ্গরাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও দুর্দ্দান্ত এবং সে আপনার এক প্রধান শত্রু; অতএব আপনার অনুপস্থিতিতে সে হতভাগ্য আসিয়া যদ্যপি রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে ঘোরতর বিপদ হইবার সম্ভাবনা। জীমূতবাহন ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, বয়স্য! আমার অনুপস্থিতিতে মতঙ্গ আসিয়া যে, রাজ্য আক্রমণ করিবে, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব, সে জন্য তুমি ক্ষণমাত্র ভীত বা চিন্তিত হইও না। এ ক্ষণে চল, আমরা পিতার আদেশানুযায়ী মলয়পর্ব্বতে গমন করিয়া তপস্যার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করি। এই বলিয়া উভয়ে শনৈঃশনৈ পাদ সঞ্চালনে গমন করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে আত্রেয় দূর হইতে মলয়পর্ব্বত দর্শন করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! ঐ আমাদের গন্তব্য স্থান দৃষ্ট হইতেছে। আহা! পর্ব্বতের কি চমৎকার শোভা! নির্ঝর বারি ঝর ঝর শব্দে নিপতিত হইয়া চন্দন কাষ্ঠে সংসক্ত হওয়াতে সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে। বোধহয় যেন, আপনার শ্রম শান্তি করিবার নিমিত্ত এরূপ শীতল সুগন্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইলে জীমূতবাহন ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! যথার্থ অনুভব করিয়াছ, মলয়গিরির অনির্বচনীয় শোভাই বটে; আহা!

কথা শুনিয়া আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! যথার্থ বলিয়াছেন, আপনার এই নবীন বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কি পিতামাতার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করা উচিত! বার্দ্ধক্য দশায় তাঁহাদের জীবনের আস্বাদন দূরীভূত হইয়াছে, এখন তপস্যা করিবারই উপযুক্ত সময়; সুতরাং তাঁহারা বনগমনে সুখী হইতে পারেন, কিন্তু আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে চিরপ্রবাস কখনই উচিত হয় না।

জিমূতবাহন প্রিয়বয়স্যের এই রূপ অকিঞ্চিৎকর বাক্য শ্রবণে সস্মিত বদনে কহিলেন, ভাল, বয়স্য! তুমি যে সিংহাসন পরিত্যাগ বিষয়ে অযুক্তি প্রদান করিলে, তাহা কি সদুপদেশ বলিয়া স্থির করা উচিত? সন্তান পিতা মাতার নিকটে যেরূপ শোভা পায়, সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে কি তাদৃশ শোভমান হইতে পারে? কখনই নহে। বিশেষত পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করিলে মনের মধ্যে যে এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয়, তাহা রাজভোগে কখনই সম্ভাবিত হইবার নহে। অতএব এমন পিতামাতার সেবা না করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সে নিতান্ত কাপুরুষ।

আত্রেয় যুবরাজের পিতৃভক্তি সূচক এই সকল উপদেশ শ্রবণে মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, আমি রাজ্য সুখের নিমিত্ত আপনাকে বনগমনে নিষেধ করিতেছি, এমত নহে, ইহাতে কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে। জীমূতবাহন কহিলেন, সখে! ভূপতিদিগের বিশেষ কর্ম্ম প্রজাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত, সাধু ব্যক্তির সমাদর, আশ্রিত

ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান দ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার, বন্ধব্যক্তিকে আত্ম তুল্য জ্ঞান ও যাচককে প্রার্থনাধিক ধনদানে সন্তুষ্ট করা; এই সমুদয় অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমি কখন ত্রূটি করি নাই। তবে তুমি আমাকে কি বিশেষ কথা বলিতে ইচ্ছা কর? আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! মতঙ্গরাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও দুর্দ্দান্ত এবং সে আপনার এক প্রধান শত্রু; অতএব আপনার অনুপস্থিতিতে সে হতভাগ্য আসিয়া যদ্যপি রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে ঘোরতর বিপদ হইবার সম্ভাবনা। জীমূতবাহন ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, বয়স্য! আমার অনুপস্থিতিতে মতঙ্গ আসিয়া যে, রাজ্য আক্রমণ করিবে, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব, সে জন্য তুমি ক্ষণমাত্র ভীত বা চিন্তিত হইও না। এ ক্ষণে চল, আমরা পিতার আদেশানুযায়ী মলয়পর্ব্বতে গমন করিয়া তপস্যার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করি। এই বলিয়া উভয়ে শনৈঃশনৈ পাদ সঞ্চালনে গমন করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে আত্রেয় দূর হইতে মলয়পর্ব্বত দর্শন করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! ঐ আমাদের গন্তব্য স্থান দৃষ্ট হইতেছে। আহা! পর্ব্বতের কি চমৎকার শোভা! নির্ঝর বারি ঝর ঝর শব্দে নিপতিত হইয়া চন্দন কাষ্ঠে সংসক্ত হওয়াতে সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে। বোধহয় যেন, আপনার শ্রম শান্তি করিবার নিমিত্ত এরূপ শীতল সুগন্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইলে জীমূতবাহন ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! যথার্থ অনুভব করিয়াছ, মলয়গিরির অনির্বচনীয় শোভাই বটে; আহা!

দন্তিমূখ চন্দন বৃক্ষে গণ্ড ঘর্ষণ করাতে বৃক্ষের ত্বক্ ছিন্ন হইয়া চন্দন রস পতিত হইতেছে এবং গন্ধবহ ইহার সুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে। সমুদ্র তরঙ্গ পর্ব্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া কি অপূর্ব্ব শ্রবণ মনোহর শব্দ সমুৎপাদন করিতেছে এবং সিদ্ধ বংশোদ্ভবা কন্যাদিগের চরণের আর্দ্রালক্তক শ্বেতবর্ণ প্রস্তরোপরি পতিত হইয়া স্থানে স্থানে ইন্দ্রগোপ সদৃশ রক্ত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে সাতিশয় হর্ষোদয় হইতেছে; এ ক্ষণে চল, উহাতে আরোহণ করিয়া উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করি।

অনন্তর উভয়ে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলে, জীমূতবাহন সবিস্ময়ে বয়স্যকে কহিলেন, সখে! অকস্মাৎ আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে কেন? ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের কি লাভের প্রত্যাশা আছে, কিন্তু এই রূপ মুনিবাক্য আছে যে, দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইলে অবশ্যই কিছু লভ্য হইয়া থাকে। যদি সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদয় হন, আকাশ পৃথিবীতে নিপতিত ও অগ্নির তেজ হ্রাস হয়, তথাপি মুনিবাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। আত্রেয় কহিলেন, এরূপ শুভ সূচক লক্ষণ কখন নিষ্ফল হইবে না, অবশ্যই কিছু লভ্য হইবে। অমোঘ ব্রাহ্মণ বাক্য; এই বলিয়া যুবরাজ তূষ্টীম্ভাব অবলম্বন করিলে, আত্রেয় কহিলেন, বয়স্য! দেখুন, দেখুন, ঐ নিবিড় অরণ্য হইতে সধুম হবি গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে এবং হরিণ শাবকেরা নির্ভয় চিত্তে ইতস্তত ক্রীড়া করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, বোধ হয় ইহা তপোবন হইবে।

জীমূতবাহন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! যথার্থ অনুভব করিয়াছ, ইহা তপোবন বটে, যেহেতু বৃক্ষ মূলে বল্কল বিস্তৃত থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, কোন ব্যক্তি উপবেশন করিবার নিমিত্ত রাখিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে ভগ্ন কমণ্ডলু ও ব্রাহ্মণদিগের পরিত্যক্ত মেখলা সকল পতিত রহিয়াছে। পক্ষীরা মুনিদিগের বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া যেন, বেদপাঠ শিক্ষা করিতেছে।

ক্রমে ক্রমে তপোবনে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, আহা! বয়স্য! তপোবনের কি অপূর্ব্ব শোভা! দেখ, দেখ, মুনি শিষ্যেরা যজ্ঞের নিমিত্ত সমিধ আহরণ করিতেছেন, তাপস কন্যারা বৃক্ষের আলবাল জলে পরিপূর্ণ করিতেছেন। বৃক্ষ সকল মনোহর ভ্রমরধ্বনি দ্বারা আমার স্বাগত প্রশ্ন ও ফলভরে অবনত হইয়া নমস্কার এবং অর্ঘ প্রদানচ্ছলে যেন, পুষ্পাবর্ষণ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! মুনিরা বৃক্ষ সমূহকেও অতিথি পরিচর্য্যা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বোধ করি, এই স্থানে অবস্থিতি করিলে আমরা নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতে পারিব তাহার সন্দেহ নাই। যুবরাজ সকৌতুকে এই সকল ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় আত্রেয় কহিলেন, বয়স্য! এ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, একটী সুন্দর হরিণী শাবক দ্বয় সমভিব্যাহারে আমাদিগের অভিমুখে আসিতেছে এবং উহারা বদন স্থিত তৃণ রাশি চর্ব্বণ না করিয়া যেন, অনন্য মনে কি শ্রবণ করিতেছে। জীমূতবাহন সহসা সুর সংযোগের সহিত অতি মনোহর বীণা

শব্দ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! মৃগগণ যে, কি শ্রবণ করিতেছে, তাহা কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছ? আমার বোধ হয়, ঐ বন মধ্যে যে দেবালয় দৃষ্ট হইতেছে, উহাতে কোন পুণ্যশীল লোক দেবতার উপাসনা করিবার নিমিত্ত বীণা সহকারে তান লয় বিশুদ্ধ সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। কুরঙ্গেরা এমনি সুরপ্রিয় যে, ঐ গীত ধ্বনিতে কর্ণপাত করিয়া রোমন্থনপরাঙ্মুখ হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ সুখ অনুভব করিতেছে। অতএব বয়স্য! চল, আমরা ঐ দেব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমা দর্শন পূর্ব্বক নয়নের চরিতার্থতা সম্পাদন করি। অনন্তর উভয়ে দেব মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইলে জীমূতবাহন কহিলেন, বয়স্য! সহসা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ আমরা উহাতে প্রবেশ করিলে পাছে উনি আমাদিগকে অবলোকন করিয়া তিরোহিত হন? অতএব অগ্রে আমাদের এই তমাল বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গোপন ভাবে দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া উভয়ে বৃক্ষ ব্যবধানে অবস্থিতি করিলেন।

এ দিকে মন্দির মধ্যে চতুরিকা সমভিব্যাহারিণী নায়িকা মলয়বতী মৃত্তিকাতে সমাসীন হইয়া গীত দ্বারা ভগবতী কাত্যায়নীর স্তব করত, “হে ভগবতি! আপনার প্রসাদে যেন আমার মনোমত পতির সহিত উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়,” এই প্রার্থনা করিতেছেন। জীমূতবাহন ঐ সংগীত শ্রবণে পরমাপ্যায়িত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এরূপ তান লয় বিশুদ্ধ সুমধুর গীতধ্বনি আমি কুত্রাপি শ্রবণ করি নাই। মলয়বতীর সংগীত সমাপন হইলে চতুরিকা

কহিল, রাজকন্যে! তুমি প্রত্যহ এই স্থানে আগমন করিয়া বীণা সহকারে সংগীত কর; তাহাতে তোমার কি ক্লেশ বোধ হয় না? মলয়বতী কহিলেন, সখি! ভগবতীর সন্নিধানে বীণাবাদন করিব, তাহাতে ক্লেশের বিষয় কি? চতুরিকা কহিল, আমি তোমাকে সে কথা বলিতেছি না, তুমি বাল্যকালে যে কঠোর নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক ভগবতীর উপাসনা করিতেছ, তাহাতে তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না; তবে বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

এই কথা শুনিয়া আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! পরস্ত্রী দর্শন করিলে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয় কিন্তু ইহাদিগের কথোপকথন দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এ কন্যাটীর অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই; অতএব চলুন, আমরা মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তম রূপে অবলোকন করি। জীমূতবাহন কহিলেন, অনূঢ়া কন্যাকে দর্শন করিলে কোন পাপ হয় না বটে, কিন্তু আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে উনি ভয়াকুলিত হইয়া প্রস্থান করিবেন; অতএব এই স্থানে থাকিয়াই দর্শন করা কর্ত্তব্য। আত্রেয় সবিস্ময়ে কহিলেন, যুবরাজ! এ কন্যাটীর বীণাবাদনে হস্ত বিক্ষেপের কি চমৎকার কৌশল! আহা! উহা দর্শনে আমার শরীর বিকশিত কদম্ব কুসুমের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া কি মনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে; কিন্তু উনি রাজকন্যা কি দেবকন্যা বা বিদ্যাধর কন্যা অথবা সিদ্ধ কুলোদ্ভবা তাহা কিছু স্থির করিতে পারিয়াছেন? জীমূতবাহন কহিলেন, তাহা অনুভব দ্বারা কিছুই স্থির হইতেছে না।

তথাপি আমি এইমাত্র বলিতে পারি, যদি উনি দেবকন্যা হন, তাহা হইলে দেবরাজ সহস্র লোচনে অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হন না। যদি নাগ কন্যা হন, উহাঁর মুখচন্দ্র দর্শনে কেহ বলিতে পারিবে না যে, পাতাল পুরে চন্দ্র নাই, অথবা যদি সিদ্ধ কি বিদ্যাধর কুলোদ্ভবা হন, তাহা হইলে উভয়কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আত্রেয় জীমূত-বাহনের ভাব দর্শনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাঁর এ প্রকার ভাব আমি কখন নয়নগোচর করিনাই। এক্ষণে যেকোন প্রকারে ইহাঁদিগের উভয়ের বিবাহ নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, মনের সুখে মোদক ধ্বংস করিতে পারিব।

এ খানে চতুরিকা রাজ কন্যার হস্ত হইতে বীণা আকর্ষণ করিয়া কহিল, অকারণ এই নির্দ্দয় ভগবতীর নিকটে কেন বীণাবাদন করিতেছ; উহা দূরে নিক্ষেপ কর। মলয়-বতী ঈষদ্বিরক্তি ভাবে কহিলেন, চতুরিকে! পূর্ব্বাপর সমস্ত জ্ঞাত না হইয়া অকারণ ভগবতীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করা যুক্তি সিদ্ধ নহে। তুমি কি অবগত হও নাই. ভগবতী আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন? চতুরিকা সোৎসুকে ও আগ্রহাতিশয় সহকারে কহিল, প্রিয়সখি! ভগবতী তোমার প্রতি কিরূপে প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ ব্যক্ত করিয়া বল, শ্রবণ করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত অন্তঃকর-ণকে পরিতৃপ্ত করি। মলয়বতী কহিলেন, সখি! ভগ-বতী যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ কর। আমি যখন বীণা হস্তে লইয়া দেবীর উপাসনা করি, তৎকালে তিনি আমার শ্রুতি-মূলে আসিয়া কহিলেন, "বৎসে! আমি তোমার বীণা বাদ্য এবং বালিকাবস্থাতে প্রগাঢ় ভক্তি দর্শন করিয়া

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমারে এই বর প্রদান করিলাম যে, বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী জীমূতবাহন আসিয়া অচিরাৎ তোমাকে বিবাহ করিবেন"। চতুরিকা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিল, রাজনন্দিনি! যদি ভগবতী তোমাকে মনোমত বর প্রদান করিলেন, তবে আর অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিবার প্রয়োজন কি?

উভয়ে এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় আত্রেয় জীমূতবাহনের হস্ত ধরিয়া সহসা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীর জয় হউক, এই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আঁপনি চতুরিকাকে ভগবতী দত্ত যে বরের বিষয় বলিতেছিলেন, তাহা কি যথার্থ? মলয়বতী ভীত ও শঙ্কিত হইয়া চতুরিকাকে কহিলেন, প্রিয়সখি! ইহাঁরা কে? চতুরিকা যুবরাজকে দর্শন করিয়া কহিল, আপনার এবং এই মহাপুরুষের আকৃতি সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া বোধ হইতেছে, ভগবতী আপনাকে এই বরই প্রদান করিয়াছেন। এই কথায় সুশীলা মলয়বতী সলজ্জে যুবরাজের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলে জীমূতবাহন কহিলেন, হে চারুশীলে! সুলোচনে! তোমার এই কোমলাঙ্গে তপস্যা করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এ ক্ষণে ভীত বা লজ্জিত হইয়া তাহা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? মলয়বতী রাজ বাক্যে ভয়বিহ্বল হইয়া মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন, সখি! আমি এ স্থানে আর অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারিব না; অতএব চল আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। এই বলিয়া মলয়বতী লজ্জানম্রমুখে জীমূতবাহ-

নের প্রতি এরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, বোধ হয় যে, তাঁহার নয়ন যুবরাজকে পুনঃপুন দেখিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছে না। অনন্তর মলয়বতী গমনোদ্যতা হইলে আত্রেয় কহিলেন, ভদ্রে! আপনার এ কিরূপ ব্যবহার, যে হেতু আপনি অতিথি ব্যক্তির আতিথ্য সৎকার না করিয়া প্রস্থানোন্মুখী হইয়াছেন। আপনি এ স্থানে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, নতুবা আপনাকে অভ্যাগত ব্যক্তিকে উপেক্ষা জনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। চতুরিকা মলয়বতীর ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল যে, যুবরাজের প্রতি রাজ কন্যার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে; অতএব আর প্রকাশ করিবার বাধা কি। এই স্থির করিয়া কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! ব্রাহ্মণ ঠাকুর উত্তম বলিয়াছেন, আপনার সর্ব্বতোভাবে অতিথি সৎকার করা বিধেয়; সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া আপনি যে নিঃস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাতে কেবল আপনার ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইতেছে, সন্দেহ নাই। যদি এ কর্ম্মে আপনার একান্ত অনভিমত, তবে আমিই আপনার পরিবর্ত্তে ইহা সম্পাদন করি। এই বলিয়া চতুরিকা জীমূতবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহাশয়ের মঙ্গল ত? এই স্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া শ্রম শান্তি করিতে আজ্ঞা হউক।

তখন আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! ইহা সৎপরামর্শ বটে, যে হেতু আপনি পথ ভ্রমণে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এ স্থানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে আপনার শ্রান্তি দূর হইবে, সন্দেহ নাই। জীমূতবাহন ইহাতে পোষকতা করিয়া কহিলেন, বয়স্য! যথার্থ অনুভব করিয়াছ,

এ অতি রমণীয় ও পরম পবিত্র স্থান; অতএব আমাদি-
গের এই স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রমশান্তি করা সুযুক্তি
বটে। এই বলিয়া উভয়ে তথায় উপবেশন করিলেন।
মলয়বতী উহাঁদিগকে উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া কহিলেন,
চতুরিকে! কর কি, যদি কোন তপস্বী আসিয়া আমা-
দিগকে এই রূপ অবস্থায় নিরীক্ষণ করেন, তিনি কি মনে
করিবেন? মলয়বতী এই রূপ আশঙ্কা করিতেছেন, এমন
সময় সাণ্ডিল্য নামা এক জন তাপস কুমার তদভিমুখে
আসিতে লাগিলেন, তিনি আগমন কালে মৃত্তিকা মধ্যে
চক্রাঙ্কিত পাদ চিহ্ন দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হই-
লেন এবং দেবী মন্দিরে জীমূতবাহনকে অবলোকন
করিয়া অনুমান করিলেন, এই মহাপুরুষেরই পাদ চিহ্ন
হইবে, যে হেতু ইহাঁর আকার প্রকারে স্পষ্ট প্রতীতি
জন্মিতেছে। ইহাঁর মস্তক উন্নত, বিশাল বক্ষস্থল, আজানু-
লম্বিত বাহু, করতল লোহিত বর্ণ ও সুবর্ণ আকৃতি। এই
সকল লক্ষণ যখন স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, ইনি যে কুমার
জীমূতবাহন তাহার সন্দেহ নাই। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া
দেখিলেন যে, রাজকুমারী মলয়বতী তাঁহার এক পার্শ্বে
উপবিষ্টা আছেন, তখন সাতিশয় আনন্দিত হইয়া উভ-
য়কে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন,
ইহাঁদিগের উভয়ের তুল্য রূপ লাবণ্য ও আকৃতির অনেক
সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি, এ স্থলে যদি পরস্পরের বিবাহ
কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা হইলে বহুকালের পর বিধাতার
একটী উচিত কর্ম্ম করা হইবে। আর হইবারও অনেক
সম্ভাবনা, যে হেতু কুমার মিত্রাবসু জীমূতবাহনের আগ-

মন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মানস করিয়াছেন যে, নিজ ভগিনী মলয়বতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন এবং কুলপতি মহর্ষি কৌশিক মলয়বতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার আশ্রমে যাইতে আমারে আদেশ করিয়াছেন; রাজকুমার মিত্রাবসুও তথায় উপস্থিত আছেন। এই আন্দোলন করিতে করিতে যুবরাজের জয় হউক; বলিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। জীমূতবাহন শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন। তাপস কুমার যুবরাজকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, মহাশয়! করেন কি? আপনার কি গাত্রোত্থান করা উচিত? এ স্থানে আপনি আমাদিগের পূজ্য; যে হেতু আপনি আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন; অতএব আপনি উপবেশন করুন। অনন্তর সকলে উপবেশন করিলে, মলয়বতী তাপস কুমারকে প্রণাম করিলেন। তিনি উপযুক্ত পাত্রস্থা হও; এই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজকন্যে! মহর্ষি কুলপতি কৌশিক তোমারে আহ্বান করিয়াছেন, বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল, অতএব শীঘ্র আগমন কর।

ভগবান্ যাহা আজ্ঞা করেন, এই বলিয়া মলয়বতী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, মহর্ষি কৌশিক আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, গুরু বাক্য কখন লঙ্ঘন করা যায় না; কিন্তু যদি গমন করি, তাহা হইলে প্রিয়তমকে পরিত্যাগ করিতে হয়, এ ক্ষণে কি কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার মন দোলার ন্যায় দোদুল্যমান হইতেছে। যাহা হউক, গুরু বাক্য রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই স্থির

করিয়া সলজ্জে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীমূতবাহনকে সন্তুষ্ট নয়নে দেখিতে দেখিতে মুনিকুমার ও চতুরিকার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। জীমূতবাহন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এ স্থান হইতে গমন করিলে বটে; কিন্তু আমার অন্তঃকরণ হইতে যাইতে পার নাই। সকলে প্রস্থান করিলে আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! যাহা দেখিবার তাহা যথেষ্ট অবলোকন করিয়াছেন, এ ক্ষণে বেলা প্রায় দুই প্রহর, ক্ষুৎপিপাসায় আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে; অতএব চলুন, অতিথি বেশে মুনিদিগের আশ্রমে যাইয়া কিঞ্চিৎ ফল মূল ভক্ষণ করত আপাতত প্রাণ রক্ষা করি। জীমূতবাহন ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, বেলা ঠিক দুই প্রহর কাল উপস্থিত, ভগবান সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বিস্তার করিতেছেন, বৃক্ষ সমূহ আতপতাপে অবনত পত্রে স্পন্দহীন হইয়া রহিয়াছে, পক্ষি সকল বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব চঞ্চুপুট পক্ষদেশে ধারণ করত নিদ্রাভিভূতের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, শ্বাপদগণ অরুণ কিরণে ব্যথিত হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে, মৃগগণ পিপাসায় কাতর হইয়া জলভ্রমে উজ্জ্বল কজ্জ্বল সম গগনমণ্ডলে ঊর্দ্ধ মুখে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ফলত এই মধ্যাহ্ন সময়ে পৃথিবী নিঃস্তব্ধভাব অবলম্বন করিয়াছে। অতএব ভাই বয়স্য! তবে চল, এ স্থানে অবস্থিতি করিলে আর কি ফলোদয় হইবে।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

যুবরাজ মিত্রাবসুর প্রত্যাগমনে বিলম্ব হওয়াতে মশহরিকা মলয়বতীর সহচরী তাঁহার আজ্ঞানুসারে যুবরাজের অন্বেষণে নির্গত হইল। অনন্তর পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল যে, রাজকন্যার পরিচারিকা চতুরিকা দ্রুত বেগে তদভিমুখে আসিতেছে। যখন তাহাকে অতিক্রমণ করিয়া গমন করিতে লাগিল, তখন মশহরিকা কহিল, সখি! চির পরিচিত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কি নিমিত্ত শশব্যস্তে গমন করিতেছ? চতুরিকা মশহরিকার কথা শ্রবণে গমনে বিরত হইয়া কহিল, রাজকন্যা বিরহ যন্ত্রণায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, কিছুতেই স্থির চিত্ত হইতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য আমাকে আদেশ করিলেন যে, "তুমি ত্বরায় চন্দনলতা গৃহের শীলাতলে অভিনব কদলী পত্রের একটী শয্যা প্রস্তুত করিয়া আইস, আমি সেই স্থানে গমন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিব"। তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আমি তাঁহাকে সমাচার দিতে যাইতেছি, সখি! তুমি কোথায় গমন করিতেছ? মশহরিকা কহিল, যুবরাজ! মিত্রাবসুর প্রত্যাগমনে বিলম্ব হওয়াতে রাজকন্যা আমাকে দেখিতে পাঠাইলেন, আমি তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিতেছি। এ ক্ষণে তোমার আর এ স্থানে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, যে হেতু তুমি নিকটে থাকিলে তাঁহার ক্লেশ অনেক নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। এই কথায় চতুরিকা খেদিতের

ন্যায় মনে মনে কহিতে লাগিল, হায়! রাজকন্যার তেমন যন্ত্রণা নয় যে, আমাকে দেখিয়া অথবা কদলী গৃহে যাইয়া সুস্থ হইবেন; বোধ হয়, তেমন শীতল স্থানে গমন করিলে বরং তাঁহার যন্ত্রণা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। অনন্তর প্রকাশ করিয়া কহিল, সখি! আমি এখন দেবীর নিকটে চলিলাম এবং তুমিও যুবরাজের অনুসন্ধানে গমন কর। এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিল; অনতি বিলম্বে রাজকন্যা মলয়বতী চতুরিকা সমভিব্যাহারে চন্দনলতা গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন; এবং পথি মধ্যে সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া হৃদয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে হৃদয়! তোমার কি এই বিচার, যাহাকে দেখিবামাত্র লজ্জায় কাতর হইয়া মুখ ফিরাইলে ও যাহাকে অবমাননা করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলে, পুনরায় আপনিই তাহাকে দেখিবার জন্য এত উৎসুক হইতেছ। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে চতুরিকাকে কহিলেন, সখি! ভগবতীর মন্দির কত দূরে আছে।

চতুরিকা বিরহ বিধুরা মলয়বতীর এই রূপ ভ্রমাত্মক বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল, রাজকন্যে! সে কি কথা, আপনি চন্দনলতা গৃহে গমন করিতেছেন; কিন্তু ভগবতীর মন্দির কত দূরে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন, একেবারে কি সমুদয় বিস্মৃত হইয়াছেন। মলয়বতী লজ্জিত হইয়া কহিলেন, সখি! মনের বৈকল্য প্রযুক্ত আমার পথভ্রম হইতেছে, সুতরাং কোথায় গমন করিতে কোথায় যাইতেছি, তাহা আমি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এ ক্ষণে আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইল। অতএব তুমি অগ্রে

অগ্রে পথ দেখাইয়া চল, আমি তোমার পশ্চাতে যাই-
তেছি। চতুরিকা তদনুসারে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া
কুসুমোদ্যানে গমন করিতেছে, এমন সময় মলয়বতী
অনন্যমনা হইয়া সেই দেবী মন্দিরের অভিমুখে গমন
করিতে লাগিলেন। রাজকন্যাকে স্মরদশাগ্রস্ত ও ভ্রান্ত-
মতি জানিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে চতুরিকা পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি করিয়া
দেখিল যে, রাজকন্যা অন্য দিকে গমন করিতেছেন, তখন
অত্যন্ত ব্যাকুলতা পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিল, কি
আশ্চর্য্য! রাজকন্যা কি একেবারে জ্ঞান শূন্যা হইলেন।
এই মাত্র বলিলেন আমরা চন্দনলতা গৃহে যাইতেছি, পুন-
রায় অন্যমনস্ক প্রযুক্ত সেই ভগবতী মন্দিরাভিমুখে গমন
করিতেছেন, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! কন্দর্পের
অসাধ্য কিছুই নাই। যাহা হউক, এ ক্ষণে যে কোন উপায়ে
হউক, ইহাঁকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করা কর্ত্তব্য। এই রূপ স্থির
করিয়া কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! ঐ চন্দনলতা গৃহ দৃষ্ট হই-
তেছে, অতএব এই দিকে আগমন করুন। মলয়বতী এই
রূপ অভিহিত হইয়া লতাগৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগি-
লেন এবং অনতি বিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া গৃহা-
ভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক চন্দ্রমণি শিলাতলে উপবেশন করি-
লেন। চতুরিকাও তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। অনন্তর
মলয়বতী শোক ভরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহি-
লেন; হে কুসুমায়ুধ! তুমি যাহা কর্ত্তৃক রূপে ও সৌন্দর্য্যে
পরাজিত হইয়াছ, তাঁহার প্রতি কোন আক্রোষ অথবা
ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না পারিয়া এই নিরপরাধিনী অব-
লাকে ক্লেশ দিলে কি তোমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে? নির-

পরাধে এই দুঃখিনী হতভাগিনীকে যন্ত্রণা দিতে তোমার কি কিছুমাত্র লজ্জা হইতেছে না। ধিক্ তোমারে! তুমি নিজে অনঙ্গ, অঙ্গের যে কি গৌরব তাহা কি রূপে বুঝিবে। অনন্তর চতুরিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! এই সুশীতল চন্দনলতাগৃহে সূর্য্যের কিছুমাত্র উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না, তথাপি আমার শরীরের জ্বালা নিবৃত্তি না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। চতুরিকা কহিল, আপনি যে নিমিত্ত দিবা নিশি ভাবনা করিতেছেন, সেই ভাবনা আপনার অন্তর হইতে অন্তর না হইলে, কোন রূপে এ জ্বালা নিবৃত্ত হইবে না। চতুরিকার ভাব ভঙ্গি দ্বারা নিজ মনের ভাব জ্ঞাত হইয়াছে বুঝিয়া মলয়বতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চতুরিকে! আমাকে কি পরিত্যাগ করিতে বলিতেছ? চতুরিকা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল, আপনার হৃদয়স্থিত বর! বর, এই শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, মলয়বতী আহ্লাদ প্রযুক্ত সহসা গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, কৈ কোথায়, কোথায় তিনি? চতুরিকা হাস্য করিয়া কহিল, আপনি কাহার কথা বলিতেছেন, কোথায় কে! এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইলে মলয়বতী লজ্জাবনত মুখে পুনরায় সেই শিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। চতুরিকা কহিল, রাজকন্যে। যখন দেবী মন্দিরে আপনি সেই বর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখনই যে কন্দর্প কুসুমশর প্রহারে আপনারে অস্থির করিয়াছেন, তাহা আমি নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি, যে হেতু এমন স্নিগ্ধলতাগৃহে থাকিয়াও আপনার কিছুমাত্র মনের ক্লেশ নিবারণ হইতেছে না। মলয়বতী কহিলেন, সখি! তুমি

আমার মনের ভাব সমুদয় জ্ঞাত হইয়াছ, না হইবে কেন, তুমি নামে যেমন কার্য্যেতেও তেমনি, অতএব আর তোমার নিকটে গোপন করিবার ফল কি, সবিশেষ ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। চতুরিকা কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! যদ্যপি আমি যথার্থ চতুরিকা হই, আপনাকে এ অসহ্য ক্লেশ আর ক্ষণ মাত্র ভোগ করিতে হইবে না; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তাঁহাকে একবার আপনার নিকটে আনিতে পারিলে তিনি মুহূর্ত্ত মাত্রও আপনারে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে এখানে আনিবার এক উপায় স্থির করিয়াছি।

চতুরিকার এবম্প্রকার প্রণয় সূচক কথা শ্রবণে মলয়বতী সজল নয়নে ও অত্যন্ত কাতর স্বরে কহিলেন, সখি! আমার কি তেমন অদৃষ্ট, যে তাদৃশ ঘটনা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে, সে আশা আমার দুরাশা মাত্র; হায় নিদারুণ বিধি! আমার অদৃষ্টে যে, কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে লিখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না, আমার ইচ্ছা হয়, এখনি মৃত্যু হইলে আমি নিষ্কৃতি লাভ করি। মলয়বতীর এই রূপ সাক্ষেপ বচন শ্রবণে চতুরিকা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া কহিল, রাজকন্যে! আপনি এমন কথা বলিবেন না। চন্দ্র ব্যতিরেকে আরকে কুমুদিনীর মন প্রফুল্ল করিতে পারে। আপনি অবশ্যই তাঁহারে প্রাপ্ত হইবেন; যে হেতু ভ্রমরেরা প্রস্ফুটিত কুসুম অবলোকন করিলে তদুপরি একবার উপবেশন না করিয়া কখনই প্রস্থান করে না। মলয়বতী কহিলেন, প্রিয়সখি! সুজনেরা প্রিয় কথা ব্যতিরেকে কি অন্য বিষয় আন্দোলন করিতে অভিলাষী হয়? যাহা হউক, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! যখন তিনি আমার নিকটে

আগমন করিলেন, আমি তাঁহাকে বাক্য দ্বারা অথবা ইঙ্গিত দ্বারা কোন প্রকারেই অভ্যর্থনা করিলাম না, বরং তাঁহার যাইবার অগ্রেই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। ইহাতে যে, তিনি আমাকে নিতান্ত অবিজ্ঞা মনে করিয়া অবজ্ঞা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি। এই কথা বলিতে বলিতে শোকাভিভূত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। চতুরিকা তদ্দর্শনে সজল নয়নে কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! অকারণ ক্রন্দন করিবেন না, রোদনে বিশেষ প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। আপনার এ হৃদয়স্থিত সন্তাপ, আমার দ্বারা যে সম্যক্ উপশম হইবে, তাহাও অনুভব হইতেছে না, তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া চতুরিকা চন্দনরস দ্বারা মলয়বতীর বক্ষঃস্থল মর্দ্দিত করিতে করিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল, প্রিয়সখি! এমন সুশীতল চন্দনরস লেপনে আপনার কিছুমাত্র উপশম বোধ হইতেছে না? তবে একটু কদলী পত্র দ্বারা বীজন করিয়া দেখি। অনন্তর কদলী পত্র দ্বারা বীজন করিতে লাগিলে মলয়বতী হস্ত দ্বারা ক্ষান্ত করিয়া কহিলেন, আমাকে বৃথা বীজন করিতেছ, কদলী পত্র বীজনে আমার সমধিক ক্লেশ বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব ক্ষান্ত হও। চতুরিকা কহিল, আপনি এই মাত্র বলিলেন, চন্দনলতাগৃহে আগমন করাতে আপনার কিছুমাত্র ক্লেশ নিবারণ হইতেছে না, আবার বলিতেছেন যে, কদলী পত্র বীজনে আপনার ক্লেশ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইতেছে। আমি ইহা কি রূপে স্বীকার করিতে পারি, যে হেতু এই সকল বস্তুর স্বাভাবিক স্নিগ্ধগুণ সত্ত্বেও যখন আপনার ক্লেশ নিবারণ হইতেছে না, ইহাতে

বোধ হয় যে, কেবল আপনার মনের অসুস্থতা বশতঃ এত কষ্ট হইতেছে। মলয়বতী কাতর স্বরে কহিলেন, সখি! আমি এ অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতে একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, যদি পরিত্রাণের কোন উপায় থাকে শীঘ্র বল, নতুবা আমার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি এই অবস্থায় আর মুহূর্ত্তকাল জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না। চতুরিকা কহিল, এই যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের এই এক মাত্র উপায় আছে, যদি তিনি একবার এ স্থানে আগমন করেন।

এ দিকে যুবরাজ জীমূতবাহন মলয়বতীকে দেখিবার নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, দৈনিক ক্রিয়াকলাপ সংক্ষেপে সমাপন করিয়া নিজ বয়স্য সমভিব্যাহারে কদলী গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং যাইতে যাইতে বিরহানলে ব্যথিত হইয়া আক্ষেপ করত কহিতে লাগিলেন, হে প্রভু কন্দর্প! একে আমার মন প্রিয়তমার নয়নবাণে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে, পুনরায় কুসুমশর প্রহারে তুমি কেন জ্বালাতন কর। ভাই বয়স্য! রতিপতির কি অবিচার! আত্রেয় কহিলেন, আপনি বিজ্ঞ, সুচতুর ও ধীর স্বভাব সম্পন্ন হইয়াও কেন এত অস্থির হইতেছেন। জীমূতবাহন কহিলেন, ভাই বয়স্য! তুমি আমাকে অধীর হইতে দেখিলে কিসে। এই সুখময় জ্যোৎস্না রাত্রি কি আমি যাপন করি নাই, নীলোৎপলের আঘ্রাণ কি আমি গ্রহণ করি নাই, অথবা সন্ধ্যাকালীন সুগন্ধি মালতী পুষ্পের গন্ধবহ আমি সহ্য করি নাই। যদি যথার্থ কামী জনের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া এই সমুদয় আমি অসহ্য জ্ঞান করিতাম, তাহা হইলে

তোমার অনুভব মিথ্যা হইত না। অনন্তর কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি যথার্থ অনুভব করিয়াছ, কারণ যে কন্দর্পবাণ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে, আমি যে, তাহার আঘাতে সুস্থির থাকিব, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। আত্রেয় মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যুবরাজ যাহাতে এই প্রকার চিন্তা বিস্মরণ হন, তাহা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা বিধেয়। এই স্থির করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! অদ্য গুরুজনের সেবা শীঘ্র সম্পাদন করিয়া এ স্থানে আসিবার কারণ কি? জীমূতবাহন কহিলেন, বয়স্য! সে কারণ তোমা ভিন্ন আর কাহাকে বলিব। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমার প্রিয়তমা ঐ চন্দনলতাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক অভিমানিনী হইয়া আমার নিমিত্ত বিলাপ করিতেছেন; অতএব ভাই চল, আমরা ঐ লতাগৃহে গমন করিয়া দিবার শেষ ভাগ অতিবাহিত করি।

উভয়ে লতাগৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে চতুরিকা তাঁহাদিগের পদ শব্দ শুনিয়া কহিল, ভর্তৃদারিকে! বোধ হয়, কোন ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিতেছেন, কেন না স্পষ্ট পদশব্দ শুনা যাইতেছে। লোক মর্য্যাদার এমনি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, মলয়বতী এতক্ষণ বিরহ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন, সহসা মানব সমাগম বার্ত্তা শ্রবণে শশব্যস্তে নিজ শরীরের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখি! আমার এইরূপ বিশৃঙ্খলাবস্থা দর্শনে যদি কেহ আমার মানসিক ভাব জানিতে পারে, তাহা হইলে আমাকে অত্যন্ত লজ্জাস্পদ হইতে হইবে। অতএব চল, আমরা ঐ অশোক বৃক্ষের অন্তরাল

হইতে গোপনে অবলোকন করি। এই বলিয়া উভয়ে অ শোক বৃক্ষের ব্যবধানে গমন করিলেন।

জীমূতবাহন এবং আত্রেয় উভয়ে চন্দনলতাগৃহের নিক- টবর্ত্তী হইলে আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! এই আমরা আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এ ক্ষণে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। জীমূতবাহন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া কহিলেন, সখে আত্রেয়! যেমন নিশাকালে নক্ষত্র সমূহ চন্দ্র ব্যতিরেকে শোভা পায় না, তদ্রূপ এই চন্দনলতাগৃহ চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতি নানা প্রকার বহু মূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিয়াও প্রিয়া বিরহে যেন শূন্যময় বোধ হইতেছে। চতুরিকা যুবরাজকে দর্শন মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! বোধ হয়, এত কালের পর আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। কারণ আপনি যাঁহার নিমিত্ত এতক্ষণ বিলাপ করিতেছিলেন, ঐ দেখুন? তিনি স্বয়ং এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মলয়বতী যুবরাজকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় আন- ন্দিত অথচ ভীতা হইয়া কহিলেন, সখি! পাছে উনি আমাকে দেখিতে পান, এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছে। অতএব চল, আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। অনন্তর অনিচ্ছা পূর্ব্বক প্রস্থানোন্মুখী হইয়া কহিলেন, চলিতে আমার চরণের গুল্ফ যুগল কম্পমান হই- তেছে, সুতরাং আমি আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া অগত্যা এই স্থানে থাকিতেই বাধ্য হইলাম। চতুরিকা ক- হিল, আপনি লজ্জাবশতঃ এখান হইতে গমনোদ্যতা হই- য়াছেন; কিন্তু আপনি যে অশোক বৃক্ষের অন্তরালে

রহিয়াছেন, তাহা কি স্মরণ হইতেছে না। অতএব এমন নিভৃত স্থানে থাকিয়া আপনার লজ্জার বিষয় কি? বরং এখান হইতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে দর্শন করিতে পারিব। এই বলিয়া উভয়ে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! এ দিকে চন্দ্রকান্ত শিলা গুলিন এক-বার দৃষ্টি করিয়া দেখুন। জীমূতবাহন এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া অনন্য মনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজস্র বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। চতুরিকা তদ্দর্শনে কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! ইহাঁদিগের কথোপকথন শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহাঁরা বিরহ বিষয়েরই আন্দোলন করিতেছেন; অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! দেখুন দেখুন, চন্দ্রকান্ত শিলোপরি কি সমস্ত পতিত রহিয়াছে। জীমূতবাহন দর্শন-মাত্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহি-লেন, সখে! আমি স্বপ্নে যে শিলাতলে প্রিয়াকে বামকরতল কপোলদেশে বিন্যাস পূর্ব্বক আমার জন্য রোদন করিতে দেখিয়াছিলাম, এ সেই শিলাতল। অতএব ভাই এসো, আমরা এই স্থানে ক্ষণকাল উপবেশন করি। অনন্তর উভয়ে শিলাতলে উপবেশন করিলে মলয়বতী সবিস্ময়ে কহি-লেন, সখি! শুনিলে, আমরা এখানে থাকিয়া যাহা যাহা করি-য়াছি, সে সমুদয় উনি জানিতে পারিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় যে, উনি এক জন সামান্য ব্যক্তি হইবেন না। চতুরিকা কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! আমি সমুদয় শুনিয়াছি; কিন্তু আপনি যেমন যুবরাজের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, উহাঁদি-গের কথা বার্ত্তা দ্বারা বোধ হইতেছে, উনিও আপনার

জন্য ততোধিক ব্যগ্র হইয়াছেন, আর একটু শুনিলেই সকল জানিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের এমনি সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণ যতক্ষণ মনোগত কথাটি শ্রবণ না করে, ততক্ষণ কোন বিষয়ে বিশ্বাস করে না। মলয়বতী চতুরিকার কথা শুনিয়া কহিলেন, সখি! আমার বোধ হয়, অন্য কোন প্রিয়জনের সহিত প্রণয় কোপ হওয়াতে উনি এত উতলা হইয়াছেন, আমার জন্য নহে। চতুরিকা কহিল, আপনি এ রূপ আশঙ্কা করিবেন না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, উনি আপনার নিমিত্তই ব্যাকুল হইয়াছেন; যদি বিশ্বাস না হয়, বরং শুনুন, আর কি বলেন। আত্রেয় জীমূতবাহনের স্বাভাবিক ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এখন যুবরাজের এই সকল কথাই সুমিষ্ট বোধ হইতেছে; অতএব ক্ষণকাল এই সম্বন্ধীয় কথোপকথন করিয়া ইহাঁকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করা উচিত। এই ভাবিয়া কহিলেন, বয়স্য! তিনি যে আপনার নিমিত্ত রোদন করিয়াছিলেন, আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন? জীমূতবাহন কহিলেন, তাহা কি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে হয়, এই চন্দ্রকান্তমণি সকল তাঁহার চক্ষের জলে প্লাবিত হইয়াছে, দেখিয়া কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। আহা! বয়স্য! এই শিলাতলই ধন্য, যে হেতু ইহা প্রিয়ার স্পর্শসুখ অনুভব করত তাঁহার অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়াছে। মলয়বতী এতক্ষণ স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্বসম্পর্কীয় কোন কথার আভাস না পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং রোষভরে সে স্থান হইতে গমনোদ্যতা হইলে চতুরিকা হস্ত ধরিয়া কহিল, সখি! সে কি, কোথায় গমন

করিতে উদ্যতা হইয়াছেন, উনি আপনারই বিষয় আন্দোলন করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই। মনে করিয়া দেখুন, যখন আপনার সহিত প্রথম সন্দর্শন হয়, তখন নয়নভঙ্গি দ্বারা উনি আপনার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, তাহা হইলে সমুদয় অবগত হইতে পারিবেন। মলয়বতী কহিলেন, সখি! তুমি বারংবার সেই কথা বলিতেছ; কিন্তু আমার কিছুতেই মনঃপূত হইতেছে না। ভাল! তোমার অনুরোধে আমি উহাঁদিগের কথার শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিব না।

জীমূতবাহন বিরহ যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া সাক্ষেপে কহিলেন, ভাই আত্রেয়! এখন উপায় কি বল দেখি, এই সকল দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ভাই! তুমি আমার নিমিত্ত একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ঐ পর্ব্বত গুহা হইতে কিঞ্চিৎ মনঃশিলা লইয়া আইস, আমি তদ্দ্বারা এই চন্দ্রকান্ত প্রস্তরোপরি কদলী পত্রে প্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া আপাতত মনকে সুস্থির করি। আত্রেয় যে আজ্ঞা বলিয়া সেই পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিলেন এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! আপনি এক প্রকার রঙ্গ আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দেখুন, আমি পঞ্চ প্রকার আনিয়াছি। ইহাতে শর্ম্মার ক্ষমতাটা বিবেচনা করিবেন, এখন এই সমুদয় গ্রহণ করিয়া চিত্রপট চিত্রিত করুন। জীমূতবাহন ঐ সমুদয় গ্রহণ করিয়া কহিলেন,

ভাই! তোমার অসাধারণ ক্ষমতা; কিন্তু তুমি এ সময়ে উপস্থিত না থাকিলে আমার যে, কি দশা হইত, তাহা বলিতে পারি না, তজ্জন্য আমি চিরকাল তোমার নিকটে বাধিত হইয়া থাকিলাম। তৎপরে শিলা উপরি কদলী পত্রে চিত্র করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিয়দংশ হইবা মাত্র তাঁহার শরীর লোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। তখন প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, বয়স্য! দেখ, দেখ, যেমন চন্দ্রের রেখামাত্রাবলোকনে সুখ বোধ হয়, তদ্রূপ প্রিয়ার বিম্বোষ্ঠের এক কণা মাত্র লিখিয়াছি, ইহাতেই আমার অনির্ব্বচনীয় সুখোদয় হইতেছে। আত্রেয় কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে চিত্রপট বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বা! বা! আপনার অসাধারণ ক্ষমতা, অন্যান্য লোকে একটা আদর্শ না দেখিয়া চিত্রিত করিতে পারে না; কিন্তু আপনি কিছু না দেখিয়া অবিকল চিত্র করিতেছেন। জীমূতবাহন সহাস্য আস্যে কহিলেন, বয়স্য! তুমি কি স্থির করিলে, আমি কিছু না দেখিয়া এই প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতেছি? আমি সেই মনোহারিণী প্রিয়তমাকে মানস দ্বারা সম্মুখে রাখিয়া এই চিত্রপট চিত্রিত করিতেছি, ইহাতে আর বিশেষ ক্ষমতা কি। আহা-হা! বয়স্য! দেখ, দেখ, প্রিয়ার ভ্রূযুগলের কি চমৎকার শোভা, বোধ হয় যেন, কামদেব ত্রিভুবন জয় করিবার অভিপ্রায়ে এই দুইটি ধনু নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। মলয়বতী সজল নয়নে কহিলেন, চতুরিকে! এইত আমরা উহাঁদিগের কথার শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলাম, এখন চল, যুবরাজ মিত্রাবসুর অন্বেষণে গমন করি। চতুরিকা কহিল, মশহরিকা তাঁহার অন্বেষণে গিয়াছে, বোধ হয়, তিনি

এখনই এই স্থানে আগমন করিবেন; অতএব আপনার যাইবার প্রয়োজন কি?

এ দিকে যুবরাজ মিত্রাবসু চন্দনলতাগৃহের অনতি দূরে উপস্থিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পিতা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত যুবরাজ জীমূত-বাহনকে ভগিনী মলয়বতীকে সম্প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, যে হেতু, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, নম্র, দয়ালু ও রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত, সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় গুণবান পুরুষ এ ক্ষণে আর দ্বিতীয় দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হয়, কোন কামিনীর প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত আমার হরিষ বিষাদ উভয়ই উপস্থিত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি কি রূপে তাঁহার সহিত মলয়বতীর বিবাহ দিতে স্বীকার করি। যাহা হউক, শুনিলাম তিনি গৌরী মন্দিরের নিকটস্থ চন্দনলতা গৃহে আছেন। এ ক্ষণে আমি তথায় গমন করি। এই বলিয়া যাইতে যাইতে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, এই সেই লতাগৃহ; অতএব ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখি, তিনি কি ভাবে আছেন। এই বলিয়া যুবরাজ মিত্রাবসু লতাগৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। আত্রেয় তদ্দর্শনে কহিলেন, যুবরাজ! শীঘ্র কদলী পত্র দ্বারা চিত্রপট গোপন করুন, ঐ দেখুন, যুবরাজ মিত্রাবসু এই দিকে আগমন করিতেছেন। জীমূতবাহন শশব্যস্তে চিত্রপট গোপন করিলে, মিত্রাবসু তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি মিত্রাবসুকে প্রণত দেখিয়া শশ-

ব্যস্তে কহিলেন, ভাই মিত্রাবসু! এস, এস, তবে সকল কুশল ত? এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইলে মিত্রাবসু আজ্ঞা হাঁ বলিয়া সকলের কুশল নিবেদন করিলেন।

এখানে বৃক্ষমূলে চতুরিকা মিত্রাবসুকে আগত দেখিয়া কহিল, রাজকন্যে! আমি পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, যুবরাজ মিত্রাবসু স্বয়ং এই স্থানে আগমন করিবেন, ঐ দেখুন, তিনি আসিয়া উহাঁদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, কেমন এখন আপনার বিশ্বাস হইয়াছে? মলয়বতী তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, সখি! যথার্থ বটে! তবে ভালই হইয়াছে।

জীমূতবাহন যুবরাজ মিত্রাবসুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমার পিতা সিদ্ধ মহারাজ বিশ্বাবসু কুশলে আছেন? যুবরাজ মিত্রাবসু সিদ্ধ মহারাজার কুশল নিবেদন করিয়া কহিলেন, তিনিই আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, এ ক্ষণে অনুমতি হইলে নিবেদন করি। জীমূতবাহন কহিলেন, তাঁহার এমন কি প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে যে, তদনুরোধে তোমাকে মৎসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন? এই কথা শুনিয়া মলয়বতী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, দেখি, দেখি, পিতা কি আজ্ঞা করিয়াছেন। অনন্তর মিত্রাবসু কহিলেন, যুবরাজ! আমার জীবিত সর্ব্বস্ব কনিষ্ঠা ভগিনী মলয়বতীকে আপনি স্ত্রীত্বে বরণ করেন, এই তাঁহার অনুরোধ। সিদ্ধ মহারাজের এই রূপ আদেশ শুনিয়া চতুরিকা পরিহাসচ্ছলে কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! মহারাজ কি অভিপ্রায়ে যুবরাজকে পাঠাইয়াছেন, তাহা শুনিলেন; অতএব এখন আপনার ক্রোধ হইতেছে না কেন?

মলয়বতী লজ্জিত হইয়া কহিলেন, সখি! তোমার কি মনে নাই, উনি বৃথাড়ম্বর পূর্ব্বক কাহার এক খানা চিত্রপট চিত্রিত করিয়া তাহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছিলেন, এখন কি সে সমুদয় বিস্মৃত হইলে।

জীমূতবাহন মিত্রাবসুর প্রমুখাৎ সিদ্ধ মহারাজার অভিপ্রায় শুনিয়া জনান্তিকে আত্রেয়কে কহিলেন, বয়স্য! এত বিষম বিভ্রাট উপস্থিত, এখন কি বলিয়া ইহাঁকে প্রত্যাখ্যান করি, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর। আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! আমি সমুদয় শুনিয়াছি; কিন্তু আপনি যে, সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনীকে বিস্মৃত হইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এ ক্ষণে ইহাঁকে কোন ছল দ্বারা নিরস্ত করা কর্ত্তব্য, নতুবা অন্য উপায় আমার অনুভবে স্থির হইতেছে না। জীমূতবাহন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি বলিয়া ইহাঁকে প্রত্যাখ্যান করি। অনন্তর এই যুক্তি স্থির করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! সিদ্ধ মহারাজার এ আজ্ঞা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়, বিশেষতঃ তোমাদিগের সহিত একটা সম্বন্ধ হইবে, ইহা অপেক্ষা সুখকর আর কি হইতে পারে। তবে আমার এই আপত্তি, আমি পিতার আদেশ ক্রমে তপস্যার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি, তিনি এ বিষয় কিছুই অবগত নহেন, সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমি এ বিষয়ে কি রূপে সম্মত হইতে পারি; এবং তাহা হইলে আমাকে লোকত ও ধর্ম্মত উভয়দিকে নিন্দাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

মলয়বতী এতক্ষণ পর্য্যন্ত আশালতা আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। এখন জীমূতবাহনের অসম্মতি সূচক

নিরাশ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, হা ভগবতি! তুমি কি করিলে, এই বলিয়া ছিন্ন মূল লতার ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। চতুরিকা রাজকন্যাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া কহিল, কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! হায় কি হইল! এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে সুশীতল জল আনিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মূর্চ্ছাপনোদন করত কহিল, সখি! স্থির হও, অধৈর্য্য হইলে কি হইবে।

আত্রেয় মিত্রাবসুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! কুমার জীমূতবাহন পরাধীন, কারণ ইহাঁর পিতা রাজচক্রবর্ত্তী জীমূতকেতু এখন জীবিত আছেন, বিশেষতঃ ইনি তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করেন না; অতএব এ বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে ভাল হয় এবং তাহাই আপনার স্থির করা কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া কুমার মিত্রাবসু মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর যথার্থ বলিয়াছেন, এ বিষয় তাঁহাকেই জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। তিনি সম্মত হইলে ইনি কখনই তাহার অন্যথাচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না, কারণ ইহাঁর প্রগাঢ় পিতৃভক্তি আছে, অথচ ইনি অত্যন্ত বিজ্ঞ ও সুচতুর, না হইবে কেন, পদ্মরাগ আকরে পদ্মরাগ মণিরই জন্ম হইয়া থাকে। যাহা হউক, শুনিয়াছি, ইহাঁর পিতা গৌরী মন্দিরের অনতি দূরে অবস্থিতি করিতেছেন, এ ক্ষণে সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাকেই এই প্রার্থনা জ্ঞাত করি, নতুবা আর অন্য উপায় নাই। অনন্তর প্রকাশ করিয়া কহিলেন, যবরাজ! অনুমতি হইলে এ ক্ষণে বিদায় হই।

কুমার মিত্রাবসু প্রস্থান করিলে পর রাজকুমারী মলয়বতী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল! আমি যাঁহার নিমিত্ত দিন যামিনী চিন্তায় মগ্ন হইয়া অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছি, তিনি আমার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র ভাবিত না হইয়া যদ্যপি তদ্বিনিময়ে আমাকে অবমাননা করিলেন, তবে আর এ অভাগিনীর জীবন ধারণে ফল কি! বরং অধিক যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করা অপেক্ষা এই অশোক বৃক্ষে মাধবীলতার পাশ সংযত করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করা বিধেয়। আমার আর জীবনের কিছু মাত্র আশা নাই, এই দণ্ডে মৃত্যু হইলে আমি আপনাকে শ্লাঘ্য মানিয়া জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিব। এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া শোকভরে কহিলেন, চতুরিকে! তুমি শীঘ্র দেখিয়া এস, ভ্রাতা মিত্রাবসু এখান হইতে গমন করিলেন কি না; কারণ তিনি গমন করিলে আমিও এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। সুচতুরা চতুরিকা যে আজ্ঞা বলিয়া তদনুসন্ধানে গমন করিল; কিন্তু যাইতে যাইতে বিবেচনা করিল, অকস্মাৎ ভর্ত্তৃদারিকা আমাকে আর্য্য মিত্রাবসুর অনুসন্ধানে পাঠাইলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? আমার অনুভবে কিছুই সুযুক্তি হইতেছে না; বোধ হয়, ইহাতে কিছু গূঢ় ভাব থাকিবে। যাহা হউক, উনি কি করেন, আমার একবার অন্তরাল হইতে দেখা কর্ত্তব্য। অনন্তর কিঞ্চিৎ গুপ্তভাবে অবস্থিত হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল। চতুরিকা গমন করিলে মলয়বতী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সভয়ে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া লতা পাশ গ্রহণ করিলেন এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাৎ করিয়া কাতর

স্বরে কহিলেন, হে ভগবতি! হে জগৎজননি কাত্যায়নি! এ জন্মে আমার এই অবস্থা করিলে? কিন্তু অধিনীর মৃত্যু কালীন শেষ ভিক্ষা এই, যেন জন্মজন্মান্তরে আর এ প্রকার দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। অনন্তর লতাপাশ ল-ইয়া গলদেশে প্রদান করিলেন। চতুরিকা দূর হইতে দে-খিয়া দ্রুত গমনে যাইতে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, মহারাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, এখানে স্ত্রী হত্যা হইতেছে, শীঘ্র আসিয়া পরিত্রাণ করুন।

জীমূতবাহন অকস্মাৎ অস্পষ্ট সকরুণ শব্দ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং সসম্ভ্রমে কহিলেন, ভাই আত্রেয়! ব্যাপার কি? বোধ হয়, যেন কোন ব্যক্তি, "মহারাজ রক্ষা করুন" এই বলিয়া চীৎকার করিতেছে। আমার কর্ণ কুহরে এই রূপ একটা অস্পষ্ট শব্দ প্রবিষ্ট হইল; অতএব ভাই চল, শীঘ্র দেখা আবশ্যক। অনন্তর দ্রুতবেগে শব্দ লক্ষিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ইতস্তত দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কহিলেন, কৈ কোথায়, কিছুই যে দৃষ্ট হইতেছে না। চতুরিকা কহিল, যুবরাজ! শীঘ্র এই অশোক বৃক্ষ মূলে আসিয়া দেখুন, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! জীমূতবাহন সত্বরে বৃক্ষমূলে গমন করত মলয়বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং হর্ষ গদ্গদ স্বরে কহিলেন, আহা! আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব প্রিয়তমা যে; কি আশ্চর্য্য! যাঁহার নিমিত্ত আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া দিবানিশি রোদন করিতেছি, তিনি এ প্রকার নিষ্ঠুর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সহসা কণ্ঠ হইতে পাশ মুক্ত করিয়া হস্ত ধারণ

পূর্ব্বক কহিলেন, সুন্দরি! ক্ষান্ত হও, তোমার এতাদৃশী কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হইল কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার যে কোমল কর দ্বারা পুষ্পাদি চয়ন করিতে ক্লেশ বোধ হয়, তাহাতে কি লতাপাশ ধারণ করা কর্ত্তব্য? তোমার কণ্ঠে পাশ দেখিয়া আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে; অতএব প্রিয়ে, এরূপ কঠিন কর্ম্ম কি তোমার পক্ষে যুক্তি সিদ্ধ হইয়াছে! মলয়বতী সভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, চতুরিকে! এমন সময় ইনি কে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? অনন্তর যুবরাজকে কটাক্ষ করত তাঁহার হস্ত হইতে নিজ হস্ত ছাড়াইয়া লইতে ইচ্ছা করিয়া রোষভরে কহিলেন, আপনি অপরিচিত ব্যক্তি হইয়া সহসা স্ত্রীলোকের হস্ত ধারণ করিলেন কেন? আমার পাণি ত্যাগ করুন। জীমূতবাহন ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! যে কণ্ঠদেশে মুক্তাহার পরিধান করা কর্ত্তব্য, তাহাতে এই হস্ত, লতাপাশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তোমার কি বিবেচনা হইল না, যে এই হস্ত কত অপরাধ করিয়াছে। অতএব এমন অপরাধীকে কি পরিত্যাগ করা বিধেয়? অনন্তর আত্রেয় চতুরিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওগো! তোমার প্রিয় সখীর কণ্ঠদেশে লতাপাশ প্রদান করিবার কারণ কি? চতুরিকা কহিল, ইহার কারণ তোমার প্রিয়সখা। জীমূতবাহন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, সে কি! আমি ইহার কারণ? আমি এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও অবগত নহি। আত্রেয় কহিলেন, যদি যুবরাজই ইহার কারণ, তবে প্রকাশ করিয়া বলাতে বাধা কি? চতুরিকা কহিল, তুমি কি জ্ঞাত নহ, যখন তোমার প্রিয় বয়স্য চন্দ্রমণি শিলা-

তলে স্বীয় প্রিয়তমার প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছিলেন; সহসা আর্য্য মিত্রাবসুকে তথায় অবলোকন করিয়া তাহা গোপন করিলেন। ইহা কি আমার প্রিয়সখীর পক্ষে সামান্য আক্ষেপের বিষয়! বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কোন স্ত্রীলোক কোন নায়কের নিমিত্ত চলচ্চিত্ত হন এবং সেই ব্যক্তি তাহার প্রতি তদনুরূপ না হইয়া যদি অন্য স্ত্রীতে অনুরাগ প্রকাশ করে, তাহা হইলে কি তাহার জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া জীমূতবাহন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইনিই কি মহারাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মলয়বতী? না হইবে কেন, রত্নাকর ব্যতিরেকে চন্দ্রের আর কোথায় জন্ম হইয়া থাকে। হায় হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি! মিত্রাবসুকে নিরাশ করাতে আমার অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করা হইয়াছে, যে হেতু তাঁহার অপমান করাতে বোধ হয়, আমাকে প্রিয়তমা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। যাহা হউক, যে কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার কথা নাই, এ ক্ষণে একটা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আত্রেয় কহিলেন, তোমরা মনোমধ্যে যদি এই রূপ স্থির নিশ্চয় করিয়াছ, তবে আমার প্রিয় বয়স্যের কোন অপরাধ নাই। যদ্যপি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তোমরা স্বয়ং যাইয়া সেই শিলাপট্টে অবলোকন কর, সে কাহার চিত্রপট। মলয়বতী যুবরাজের হস্ত হইতে নিজ হস্ত মোচন করিতে চেষ্টা করত লজ্জানম্রমুখী হইয়া কহিলেন, মহাশয়! ছেড়ে দিন, করেন কি। জীমূতবাহন সহাস্য আস্যে কহিলেন, ললনে! তাহা কি হইতে পারে?

সেই শিলাতলে আমার যে কোন্ হৃদয়েশ্বরীর চিত্রপট চিত্রিত করিতেছিলাম, যতক্ষণ তুমি স্বয়ং যাইয়া অবলোকন না করিবে, আমি কখনই তোমার হস্ত ত্যাগ করিব না। অনন্তর সকলে চন্দনলতা গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে আত্রেয় শশব্যস্তে কদলীপত্রে অঙ্কিত চিত্রপট লইয়া কহিলেন, এই দেখ, ইনি আমার প্রিয় বয়স্যের কোন্ হৃদয়েশ্বরী? কেমন, এখন বিশ্বাস হইল কি? মলয়বতী চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্য মুখে জনান্তিকে চতুরিকাকে কহিলেন, সখি! ইহা কি যথার্থ আমার প্রতিমূর্ত্তি! অনুরূপ আমার ন্যায় বোধ হইতেছে। ক্ষণকাল স্থির চিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হাঁ, ইহা আমারই প্রতিমূর্ত্তি বটে। চতুরিকা চিত্রপটের সহিত নায়িকার আকৃতি একত্রে মিলাইয়া পরিহাসচ্ছলে কহিল, রাজকন্যে! আপনি বলিলেন, এ প্রতিমূর্ত্তি আপনার; কিন্তু আমার তাহা বোধ হইতেছে না, কেননা আপনার ন্যায় কি আর কাহার এরূপ প্রতিমূর্ত্তি নাই। আমার বোধ হয়, অন্য কোন নায়িকার আকৃতি লিখিয়া থাকিবেন। মলয়বতী লজ্জিত হইয়া কহিলেন, সখি! এখন পরিহাসের সময় নহে, এ প্রতিমূর্ত্তি যে আমার তাহার কোন সন্দেহ নাই, নতুবা উনি আমাকে দেখাইবেন কেন। যথার্থ বলিতে হইলে আমি সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়াছি। আত্রেয় যুবরাজের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! আপনাদিগের এক প্রকার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছে, এ ক্ষণে একবার রাজকন্যার হস্ত পরিত্যাগ করিলে ভাল হয়। ঐ দেখুন, একটী স্ত্রীলোক দ্রুতবেগে এই দিকে আসিতেছে। জীমূত-

বাহন মলয়বতীর হস্ত পরিত্যাগ করিলে এক জন চেটী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং প্রফুল্ল বদনে কহিল, ভর্তৃদারিকে! আপনাকে একটা সুসমাচার প্রদান করিতে আসিলাম। কুমার জীমূতবাহনের পিতার নিকটে আর্য্য মিত্রাবসু আপনার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া জীমূতবাহনের সহিত আপনার বিবাহ দিতে স্বীকার করিয়াছেন, না হইবে কেন, সকলি আপনার অদৃষ্টে ঘটে।

আত্রেয় শুনিয়া সাতিশয় পুলকিত হইয়া কহিলেন, বল কি, মহারাজ কি যথার্থ স্বীকার করিয়াছেন? এই বলিয়া দুই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং হাস্য করিয়া কহিলেন, এত কালের পর আমার প্রিয় বয়স্যের মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। না না, মলয়বতীর মনোরথ—তাহাও নয়, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের মনোরথ পূর্ণ হইল। অদ্য বিলক্ষণ উদর পরিপূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারিব। চেটী কহিল, যুবরাজ মিত্রাবসু অদ্যই আপনার বিবাহের দিন স্থির করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এখনি যাইতে আদেশ করিয়াছেন, অতএব শীঘ্র চলুন। এই কথায় আত্রেয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এ মাগি কি করে, কেবল বলে শীঘ্র আসুন। যাইবেন না ত কি, আমার প্রিয়বয়স্য মলয়বতীকে লইয়া এই স্থানে সমস্ত দিন থাকিবেন, এত ব্যস্ত হও কেন? চেটী কহিল, ঠাকুর! তোমার ভালর জন্যই আমি এত ব্যস্ত হইতেছি, যে হেতু তোমার আহারের সময় উপস্থিত। আত্রেয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বটে বটে! তুমি আমার পরম

উপকারী। অনন্তর মলয়বতী যুবরাজকে কটাক্ষ করিতে করিতে পরিজনের সহিত প্রস্থান করিলেন। এ দিকে বৈতালিকদিগের শুভ বিবাহ সূচক সংগীত শ্রবণ করিয়া আত্রেয় কহিলেন, যুবরাজ! শুভ লগ্ন উপস্থিত, আর এস্থানে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। জীমূতবাহন পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, তবে ভাই চল, স্নানের সময় উপস্থিত হইয়াছে, পিতাকে প্রণাম করিয়া গমন করা যাউক।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

রাজকুমারী মলয়বতীর বিবাহোপলক্ষে সিদ্ধ বংশে মহান্ আন্দোৎসব হইতে লাগিল। রাজবাটী নানা প্রকার বহু মূল্য দ্রব্যে সুশোভিত এবং চতুর্দ্দিকে নীল পতাকা, শ্বেত পতাকা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। স্থানে স্থানে দুন্দুভি ও দামামা প্রভৃতি বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল, প্রকাশ্য প্রাঙ্গনে, রাজপথে ও প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। এই রূপে নানা প্রকার শ্রবণ মনোহর এবং দর্শন সুখকর আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। দেশ বিদেশ হইতে নানা বর্ণের লোক সমূহের গমনাগমনে রাজপথের ধূলিপটল এরূপে উত্থিত হইল, বোধ হয় যেন, পৃথিবী পদভরে বিকম্পিত হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইতেছে। রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার প্রসাদ লাভের মানসে শশব্যস্তে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতেছে। বিদ্যাধর এবং সিদ্ধ বংশীয় রমণীরা পরস্পর মিলিত হইয়া কুসুমোদ্যানে গমন পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। বিটচেটাদি ভৃত্যবর্গ নৃত্য গীত দর্শন মানসে রঙ্গস্থলে গমন করিতে সমূৎসুক হইয়া আনন্দভরে বাটী হইতে নির্গত হইল। কেহ বা মাদকের পরতন্ত্র হইয়া মদ্যপাত্র হস্তে নিজ নিজ সঙ্কেত স্থানে গমন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে শেখর নামা এক জন বিট

একটি ভৃত্য সমভিব্যাহারে নির্গত হইয়া কহিতে লাগিল, আমার প্রিয়তমা নবমালিকা এখন আসিতেছে না কেন? বোধ হয়, কুসুমোদ্যানে গমন করিয়া থাকিবে, যে হেতু সেখানে নানা প্রকার নৃত্য গীত প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ হইতেছে, সুতরাং অনন্য মনে তাহাই দর্শন করিতেছে। যাহা হউক, এই অবসরে আমি একটু সুরাপান করিয়া মনের আনন্দ বর্দ্ধন করি। এই বলিয়া পুনঃ পুন মদিরা পান করাতে তাহার এরূপ মত্ততা জন্মিল যে, আত্মপর বিবেচনা বিমূঢ় হইয়া অচেতন পদার্থকে সচেতন জ্ঞান করিতে লাগিল এবং বাক্ কৌশলের বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য হওয়াতে নানা প্রকার অসংলগ্ন ও প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করত কুসুমোদ্যানাভিমখে গমন করিতে লাগিল।

এ দিকে যুবরাজ জীমূতবাহনের প্রিয় বয়স্য আত্রেয় দুই খানি বস্ত্র স্কন্ধদেশে ধারণ পূর্ব্বক নির্গত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এত কালের পর আমার প্রিয় বয়স্যের মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। শুনিলাম, তিনি ক্ষণকাল মধ্যে মলয়বতীর সহিত একত্র মিলিত হইয়া ঐ কুসুমোদ্যানে আগমন করিবেন; অতএব ঐ স্থানে গমন করিয়া কিঞ্চিৎকাল আরাম করি, তাহা হইলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই রূপ স্থির করিয়া উদ্যানাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময় কতকগুলী দ্বিরেফ আসিয়া তাঁহার মস্তকোপরি উড়িতে আরম্ভ করিল, তাহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আঃ! কি উৎপাত! অকস্মাৎ কতকগুলী মধুকর আসিয়া আমাকে কেন ব্যস্ত করিতেছে? অনন্তর নিজ শরীরের আঘ্রাণ লইয়া কহিলেন, হাঁ! রাজকন্যার

আত্মীয় স্বজনেরা আমার শরীর চিত্র বিচিত্র করিয়া মস্তকে পারিজাত পুষ্পের মালা দিয়া বেশভূষা করিয়া দিয়াছে, ইহারা সেই সুগন্ধ আঘ্রাণে আমার মস্তকোপরি উড্ডীন হইতেছে, সন্দেহ নাই। অনন্তর তাহাদিগকে নিবারণের কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা মলয়বতী দত্ত সেই দুই খানা বস্ত্র দিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় অবগুণ্ঠন করিলেন।

শেখর দূর হইতে উহাঁকে দেখিয়া অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক বোধে কহিল, অরে ভৃত্য! ঐ নবমালিকা যাইতেছে, বোধ হয়, আমার আগমনে বিলম্ব হওয়াতে উনি ক্রোধভরে ঘোমটা দিয়া অন্য দিকে গমন করিতেছেন; অতএব আমি নিকটে যাইয়া উহাকে সান্ত্বনা করি। এই বলিয়া তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক মুখে তাম্বুল প্রদানের উদ্যোগ করিলে আত্রেয় মদ্যপায়ী শেখরের মুখ নিঃসৃত দুর্গন্ধ অসহ্য বোধে নাসিকা বিকটাকৃতি করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কতকগুলী ভ্রমরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় একটা দুষ্ট মধুপের হস্তে পতিত হইলাম। শেখর আত্রেয়কে মুখ বিবর্ত্তিত করিতে দেখিয়া কহিল, আ মলো, এ মাগী মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে যাইতে উদ্যতা হইয়াছে।

এ দিকে নবমালিকা কুসুমোদ্যান হইতে নির্গত হইয়া কহিতে লাগিল, আমাদিগের নূতন জামাতা, রাজকন্যা মলয়বতীর সহিত মিলিত হইয়া এই কুসুমোদ্যান দেখিতে আগমন করিবেন, তন্নিমিত্ত ভর্তৃদারিকে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, “তুমি উদ্যানে গমন করিয়া পল্লবিকাকে তমাল বৃক্ষের বেদিটী উত্তম রূপে পরিষ্কার করিতে বল,

আমি তাঁহার আজ্ঞা যথা নিয়মে প্রতিপালন করিয়াছি। এ ক্ষণে, আমার প্রিয়তম শেখর সমস্ত রাত্রি আমার জন্য অত্যন্ত কাতর আছেন, একবার তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করা কর্ত্তব্য। এই রূপ আন্দোলন করিতে করিতে আগমন করিতেছে, ইত্যবসরে দেখিল যে, তাহার প্রিয়তম শেখর অনতিদূরে একটী অপরিচিত স্ত্রীলোককে সাধ্য সাধনা করিতেছে, তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, কি আশ্চর্য্য! আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যাহার নিকটে আসিতেছি, সে ব্যক্তি এক জন অপরিচিত অবলার সহিত প্রণয়ালাপ করিতেছে; কিন্তু এ স্ত্রীলোকটি কে, তাহা বিশেস রূপে জ্ঞাত না হইয়া নিকটে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব এই স্থান হইতে গোপন ভাবে অবলোকন করি। অনন্তর নবমালিকা গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিলে শেখর কৃতাঞ্জলিপুটে আত্রেয়কে কহিল, সুন্দরি! আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মান ভঞ্জনে সুপটু। এই দেখ, আমি তোমার চরণে পতিত হইতে উদ্যত হইয়াছি। এই বলিয়া শেখর আত্রেয়ের পদতলে নিপতিত হইলে তিনি রোষকষায়িত লোচনে কহিলেন, রে দুর্ভাগ্য মদ্যপায়ি! কোথায় তোর নবমালিকা; গাত্রোত্থান করিয়া দেখ, আমি কে? এই সমস্ত রহস্য নিরীক্ষণ করিয়া নবমালিকা হাস্যভরে কহিতে লাগিল, এ যে আমাকেই লক্ষ্য করিয়া এই রূপ সাধ্য সাধনা করিতেছে। মত্ততা জন্মিলে কোন দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, সুতরাং কাহাকে কি বলে, কিছুই স্থির নাই। আর বোধ হয়, এই নিমিত্তই পূর্ব্বতন মুনিরা সুরাপান বিষয়ে নানা প্রকার অযুক্তি প্রদান

করিয়াছেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি সুরানুরক্ত হয়, তাহাকে লোকে ঘৃণা করিয়া তাহার সংসর্গ ত্যাগ করে এবং তাহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে অপদস্থ করিতে ত্রুটি করে না। যাহা হউক, এ ক্ষণে কপট কোপ প্রকাশ করিয়া একটু পরিহাস করা কর্ত্তব্য। অনন্তর নবমালিকা কপট ক্রোধ বিকম্পিত লোচনে দ্রুতপদ সঞ্চারে তদভিমুখে আসিতে লাগিল। ভৃত্য দূর হইতে তাহাকে অবলোকন করিয়া শেখরের হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! উনি নবমালিকা নহেন, উহাঁরে পরিত্যাগ করুন। ঐ দেখুন, আপনার এই সমস্ত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া নবমালিকা রোষভরে এই দিকে আসিতেছে। এই বলিতে বলিতে নবমালিকা শেখরের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল, অহে শেখর! তুমি কাহার চরণ ধারণ করিয়া মানভঞ্জন করিতেছ?

আত্রেয় নবমালিকাকে নিকটে দেখিয়া মস্তকের অবগুণ্ঠন মোচন পূর্ব্বক কহিলেন, অগো বাছা! এই দেখ এক জন হতভাগ্য ব্রাহ্মণের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে; অতএব যদি তুমি কৃপা করিয়া এই মাতালের হস্ত হইতে আমারে উদ্ধার কর, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাই। শেখর তর্জ্জন করিয়া কহিল, রে হতভাগ্য! তুই আমাকে মাতাল বলিয়া সম্বোধন করিতেছিস্! ভাল, আমি তোকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিতেছি। এই বলিয়া ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কহিল, এই বেটা ব্রাহ্মণকে ধরিয়া তুই এই স্থানে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি অগ্রে নবমালিকার মানভঞ্জন করি, পশ্চাৎ উহাকে উত্তম রূপে শিক্ষা প্রদান করিব এবং কি রূপে উপহাস করিতে হয়, তাহাও জানাইয়া দিব। ভৃত্য

যে আজ্ঞা বলিয়া আত্রেয়কে ধারণ করিলে শেখর তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবমালিকার পদতলে নিপতিত হইয়া হে সুন্দরি নবমালিকে! এ অধীনের প্রতি প্রসন্না হও, আর দুঃখ প্রদান করিও না, তোমার বদন সুধাকর ম্লান দেখিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে," এই রূপে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিল। এই অবসরে আত্রেয় পলায়নের চেষ্টা পাইলেনকিন্তু ভৃত্য তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক কহিল, তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছ। ভাল, পলায়ন কর। এই বলিয়া তাঁহার উত্তরীয় বসন ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন আত্রেয় নিরুপায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, ওগো নবমালিকে! তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর, নতুবা ইহার প্রাণ বিয়োগের উপক্রম হইয়াছে। নবমালিকা এই রূপ রহস্য দেখিয়া সহাস্য আস্যে কহিল, যদি তুমি একবার আমার পদতলে পতিত হইতে পার, তাহা হইলে আমি চেষ্টা করিয়া দেখি। আত্রেয় পদতলে পতিত হইবার কথা শ্রবণে একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, কি! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি গন্ধর্ব্বরাজের মিত্র, অথচ ব্রাহ্মণ, তুই সামান্য দাসিপুত্রী হইয়া আমারে চরণ ধারণ করিতে বলিস্! নবমালিকা অঙ্গুলি তর্জ্জন পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল, থাক্ রে বিট্‌লে ব্রাহ্মণ! দেখ দেখি, আমি চরণ ধারণ করাতে পারি কি না। অনন্তর শেখরের কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক প্রণয় গদ গদ বচনে আত্রেয়কে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ওহে শেখর! ইনি যে, আমা-

দিগের নূতন জামাতার প্রিয় বন্ধু, তুমি কি জ্ঞাত নহ! ইহাঁর কি এরূপ অপমান করিতে হয়? যদি কুমার মিত্রাবসু ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন, তবে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা; অতএব ইহাঁকে ত্বরায় শান্ত কর। শেখর প্রফুল্লিতান্তঃকরণে কহিল, সুন্দরি! তোমার শ্রীমুখের আজ্ঞা প্রতিপালনে আমি কখন পরাঙ্মুখ হইব না, তাহা আমার শিরোধার্য্য। পরে আত্রেয়ের হস্তধারণ করিয়া কহিল, মহাশয়! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন এবং আমি যে, মহাশয়ের সহিত এত কুব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য কুণ্ঠিত হইবেন না, যে হেতু আপনার সহিত সম্প্রতি একটা নূতন অথচ গুরুতর সম্পর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত এতাদৃশ সাহসাবলম্বন করিয়া আপনার সহিত পরিহাস করিতেছিলাম, নতুবা মহাশয়ের সহিত বিদ্রূপ করিবার প্রয়োজন কি? অনন্তর নিজ উত্তরীয় বস্ত্র মৃত্তিকাতে বিস্তৃত করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনার সহিত অনেক পরিহাস করিয়াছি, এ ক্ষণে এই স্থানে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল সদালাপ করুন। আত্রেয় সহাস্য মুখে তথায় উপবেশন পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আঃ! এখন আমার দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার হইল, বোধ হয়, ইহার মত্ততার কিঞ্চিৎ শমতা হইয়াছে। এই রূপ স্থির করিয়া কহিল, নবমালিকে! তুমিও তোমার প্রিয়জনের পার্শ্বে উপবেশন কর। নবমালিকা সহাস্য বদনে শেখরের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে শেখর ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অরে ভৃত্য! পাত্রটা একটু উত্তম রূপে পরিপূর্ণ কর। ভৃত্য যে আজ্ঞা বলিয়া পানপাত্র সুরায় পরিপূর্ণ করিয়া শেখরের

হস্তে প্রদান করিলে শেখর তাহা গ্রহণ করিয়া কহিল, সুন্দরি! তুমি অগ্রে পান করিয়া ইহা প্রসাদি কর। নবমালিকা সহাস্য বদনে সুধাপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পান করিয়া পুনরায় শেখরের হস্তে প্রদান করিল। স্বাভাবিক বিটেরা অত্যন্ত অসভ্য জাতি, তাহাতে আবার অতি জঘন্য পদার্থ মদ্যপানে মত্ত হইয়া নানা প্রকার প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মানী ব্যক্তির অপমান করে, সুতরাং শেখর মত্ততা প্রযুক্ত সুরাপাত্র পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক আত্রেয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিল, ওগো ব্রাহ্মণঠাকুর! নবমালিকার মুখের সুগন্ধে এই পাত্রস্থিত মদিরা এরূপ সৌরভিত হইয়াছে যে, ইহা অন্য কোন ব্যক্তিকে অপর্ণের যোগ্য নহে; অতএব আমি পান না করিয়া তোমার সম্মানের নিমিত্ত অগ্রে তোমাকেই প্রদান করিলাম, আমাদিগের কুশলার্থে কিঞ্চিৎ পান কর। আত্রেয় হাস্য করিয়া কহিলেন, ওহে শেখর! আমি যে ব্রাহ্মণ! শেখর ইহাতে ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল, যদি তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার যজ্ঞসূত্র কোথায়, দেখাও দেখি। আত্রেয় কহিলেন, তোমার কি মনে নাই, যখন তোমার ভৃত্য টানাটানি করিয়া তাহা ছিন্ন করিয়াছে। এই কথায় নবমালিকা হাস্য করিয়া কহিল, ওগো ব্রাহ্মণ ঠাকুর! যজ্ঞসূত্র ছিন্ন হইবার কারণ একবার গায়ত্রী জপ করিলেই সকল পবিত্র হইবে। আত্রেয় তাহাতে হাস্য করিয়া কহিলেন, যে স্থানে সুরার গন্ধ, সেখানে কি গায়ত্রী অবস্থিতি করিতে পারেন। যাহা হউক, সে বিষয় লইয়া অধিক বিবাদের প্রয়োজন কি, এই আমি তোমার পদতলে নিপতিত হইতেছি, কেমন এখন তোমার প্রতিজ্ঞা

পরিপূর্ণ হইল। নবমালিকা হস্ত দ্বারা নিবারণ করিয়া কহিল, মহাশয়! করেন কি! আপনি কি জ্ঞান শূন্য হই-য়াছেন? অনন্তর তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কহিল, মহাশয়! আপনার সহিত একটা নূতন সম্বন্ধ হওয়াতে পরিহাসচ্ছলে ঐ কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার কি এতাদৃশ কার্য্য করা বিধেয়? শেখর শশব্যস্তে কহিল, নবমালিকে! ইহাঁকে সান্ত্বনা করা তো-মার কর্ম্ম নহে, আমি করিতেছি। এই বলিয়া আত্রেয়ের পদতলে নিপতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহাশয়! মদ্যপানে মত্ততা প্রযুক্ত আপনাকে যদিচ্ছা বলিয়াছি, এ ক্ষণে আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন। আর আমি প্রার্থনা করি, এ বিষয় যেন অন্য কাহার নিকট প্রকাশ না হয় এবং অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি করুন। আত্রেয় সহাস্য আস্যে কহিলেন, ভাল, তোমাদের সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিলাম, এখন তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর এবং আমিও প্রিয় বয়স্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। অনন্তর শেখর, নবমালিকা ও ভৃত্য তথা হইতে প্রস্থান করিলে আত্রেয় প্রফুল্লিতান্তঃকরণে কহিলেন, আঃ! এখন আমি পুনর্জ্জীবিত হইলাম, অক-স্মাৎ ঐ এক বেটা মাতালের হস্তে পতিত হইয়া নানা প্রকারে নিগৃহীত হইতেছিলাম। জগদীশ্বরের কৃপায় উহারা প্রস্থান করাতে আমি নিরাপদ হইয়াছি, কিন্তু মদ্যপায়িদিগের সংসর্গে শরীর অপবিত্র হইয়াছে; অত-এব নিকটস্থ ঐ দীর্ঘিকাতে স্নান করিয়া দেহ পবিত্র করা বিধেয়। এই রূপ স্থির করিয়া দীর্ঘিকাতে গমন করিলেন,

এবং স্নান করিতে করিতে দূরে জীমূতবাহনকে অবলোকন করিয়া হর্ষ গদ গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, ঐ আমার প্রিয় বয়স্য রাজকুমারী মলয়বতীর সমভিব্যাহারে এই দিকে আগমন করিতেছেন। আহা! উভয়ে একত্র মিলিত হওয়াতে কি চমৎকার শোভা হইয়াছে! বোধ হয় যেন রুক্মিনী দেবী নারায়ণের সহিত একত্র হইয়া এই দিকে আসিতেছেন। এক্ষণে নিকটে যাইয়া সাক্ষাৎ করা বিধেয়, এই স্থির করিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এখানে জীমূতবাহন যাইতে যাইতে মলয়বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যদি আমি প্রিয়াকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, লজ্জাপ্রযুক্ত তাহার কোন উত্তর প্রদান করেন না। উহাঁর মুখ কমলে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলে অমনি অধোমুখী হইয়া মুখ ফিরাইয়া লন। আমি যখন অন্যের সহিত কথোপকথন করি, তখন উনি সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকেন। এই সকল বাহ্যিক চিহ্ন প্রদর্শনে আমার প্রতি ইহাঁর প্রণয়ের লক্ষণ যদিও অস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তথাপি আমি যে, এতাদৃশী ধীর স্বভাবা প্রিয়তমাকে লাভ করিয়াছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। অনন্তর প্রকাশ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! যদ্যপিও তুমি আমার প্রতি বাহ্যিক প্রণয়ের কোন চিহ্ন প্রদর্শন কর না; কিন্তু আমি তোমার অকপট প্রণয় পাশে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছি যে, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি না। বোধ হয় এ সমুদয় কেবল তোমার কঠোর তপস্যার ফলেতে হইয়াছে। মলয়বতী তাঁহার বাক্যে কোন উত্তর

প্রদান না করিয়া জনান্তিকে চতুরিকাকে কহিলেন, প্রিয়-সখি! যুবরাজ যে, কেবল রূপ লাবণ্য সম্পন্ন এমত নহেন, উনি বিলক্ষণ সুরসিক। চতুরিকা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল, রাজকন্যে! এ কথাটি প্রকাশ করাতে আপনারে নিতান্ত পক্ষপাতিনী বোধ হইল; বিবেচনা করিয়া দেখুন, যুবরাজ আপনাকে কোন্ কথাটি প্রিয়কর কহিয়াছেন। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, এখন উনি যাহা বলিবেন, তাহাই আপনার পক্ষে সুশ্রাব্য প্রীতিকর হইবে, সন্দেহ নাই। জীমূতবাহন চতুরিকাকে কহিলেন, সখি! তুমি অগ্রে অগ্রে কুসুমোদ্যানের পথ দেখাইয়া চল, আমরা তোমার পশ্চাতে যাইতেছি। চতুরিকা যে আজ্ঞা বলিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর যুবরাজ কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! একটু ধীরভাবে গমন কর, অধিক ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি! দেখ, দ্রুত গমন প্রযুক্ত তোমার ঊরু যুগল নিতম্বভারে ভারাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত মন্থর গতি হইয়াছে। তাহাতে কুচযুগলের ভারে শরীর নিতান্ত শিথিল হইতেছে, সুতরাং এরূপ বেগে গমন করিলে অত্যন্ত ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ কহিতে কহিতে কুসুমোদ্যানের নিকটবর্ত্তী হইলে চতুরিকা কহিল, যুবরাজ! এই আমরা কুসুমোদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। জীমূতবাহন উদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া কহিলেন, আহা! কুসুমোদ্যানের কি অপূর্ব্ব রমণীয় শোভা! স্থানে স্থানে তরুরাজি বিকসিত কুসুমে সুশোভিত হইয়া সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে, উহাতে ভ্রমরেরা ভ্রমরীর সহিত মিলিত হইয়া মহানন্দে

মধুপান করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। বৃক্ষ বাটিকার মধ্যে মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ে শারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গম কুল ভাসমান হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। ময়ূর ময়ূরী পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া একত্রে নৃত্য করিতেছে। নির্ঝর হইতে ঝর ঝর শব্দে অনবরত বারিধারা পতিত হইতেছে। ঐ জলধারার পতন শব্দ শ্রবণে বোধ হয় যেন শিখিগণের নৃত্যের সহিত তাল দিবার অভিপ্রায়ে এরূপ নির্ঝর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এ দিকে সিদ্ধাঙ্গনারা তান লয় বিশুদ্ধ সুমধুর স্বরে নৃত্য গীত করিতেছে। আহা! এই সমস্ত অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ শীতল হইল। জীমূ-তবাহন এই সকল ব্যাপার সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিতে-ছেন, এমন সময় আত্রেয় যুবরাজের জয় হউক, বলিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। জীমূতবাহন বহু ক্ষণের পর প্রিয় বয়-স্যকে দেখিয়া সহাস্য আস্যে কহিলেন, সখে! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আত্রেয় কহিলেন, আমি অনেক ক্ষণ এখানে আসিয়াছি, আপনার বিবাহের উপলক্ষে ঐ যে নৃত্যোৎসব হইতেছে, ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইয়া উহা নিরীক্ষণ করিতে-ছিলাম।। জীমূতবাহন দেখিয়া সহর্ষে বয়স্যকে কহিলেন, সখে! সিদ্ধাঙ্গনারা অতি উত্তম নৃত্য করিতেছে, উহাদি-গের তান লয় অতীব বিশুদ্ধ; অতএব চল, আমরা ক্ষণকাল ঐ তমাল বীথিকার নিকট হইতে দর্শন করি। আত্রেয় এই কথায় অনুমোদন না করিয়া কহিলেন, আপনার ম্লান বদন দেখিয়া বোধ হয় যেন আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত যুক্ত হই-য়াছেন; অতএব আর অধিক ভ্রমণ না করিয়া এই তমাল বৃক্ষের বেদিকাতে উপবেশন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করুন। জীমূত,

বাহন আত্রেয়ের এইরূপ সদ্‌যুক্তি শুনিয়া কহিলেন, বয়স্য! যথার্থ বলিয়াছ; কিন্তু অধিক পরিশ্রম করিয়া আমার মুখ মলিন হয় নাই। প্রিয়া মলয়বতীর মুখ কমল সূর্য্যোত্তাপে অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া আমার বদন মলিন হইয়াছে অনন্তর মলয়বতীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! চল আমরা ঐ স্ফটিক স্তম্ভোপরি ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া পরিশ্রম দূর করি। অনন্তর সকলে তদুপরি উপবিষ্ট হইলে জীমূতবাহন মলয়বতীর অধর পল্লবে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার অম্লান বদন মণ্ডল বিকসিত কমল পুষ্প স্বরূপ, ভ্রূযুগল তাহার মৃণাল স্বরূপ ও অধর দ্বয় পল্লব স্বরূপ। তোমার নাসিকা তিলফুলও নয়ন যুগল পলাশ পুষ্প স্বরূপ। সুতরাং তোমার মুখারবিন্দ অবলোকন করিলেই উদ্যান ভ্রমণে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহা অপেক্ষা কুসুমাকর উদ্যানে আসিয়া এমন কি সুন্দর বস্তু দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আছে, তথাপি এত ক্লেশ প্রদান করিয়া তোমারে এখানে আনিবার কি প্রয়োজন ছিল?

এই কথায় চতুরিকা আত্রেয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সহাস্য আস্যে রহস্য করিয়া কহিল, অগো ব্রাহ্মণ ঠাকুর! যুবরাজ রাজকন্যাকে কেমন সুমধুর কথাটি বলিলেন; কিন্তু তুমি আমাকে রহস্য ছলেও কিছু বলিলে না, তবে আমি তোমাকে একটা কথা বলি। আত্রেয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সপরিতোষে কহিলেন, আঃ! আমাকে জীবন দান করিলে, কি বলিতে ইচ্ছা কর বল, তাহা হইলে বয়স্য আমাকে আর কদাকার বলিতে পারিবেন না; আমি তোমার আশায়

এক প্রকার জীবন ধারণ করিয়া আছি। চতুরিকা আত্রেয়কে চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি এই অবসরে তমাল পল্লবের রস লইয়া ইহাঁর মুখে লেপন করিয়া দিই, তাহা হইলে মুখখানি উত্তম কালীবর্ণ হইবে। এই স্থির করিয়া তমাল পত্রের রস আনয়ন পূর্ব্বক আত্রেয়ের মুখ মণ্ডলে লেপন করিয়াছিল।

জীমূতবাহন মলয়বতীর সহিত তাহা দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, বয়স্য! তুমিই ধন্য, যে হেতু আমরা এখানে উপস্থিত থাকিতেই চতুরিকা তোমারে উত্তম রূপে শোভিত করিয়াছে। অনন্তর নায়ক নায়িকা উভয়ে উভয়ের প্রতি এবং এক একবার সহাস্য বদনে আত্রেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যুবরাজ মলয়বতীকে সহাস্য মুখী দেখিয়া সকৌতুকে কহিলেন, অয়ি সুচারুহাসিনি! সেই অবধি তোমার বদন সুধাকরে ক্রমশঃ হাস্য রূপ পুষ্পোদ্গম দেখিতেছি; কিন্তু অন্যাঙ্গে ফলোদ্গমের কোন চিহ্নই লক্ষিত হইতেছে না; অতএব তাহার অপেক্ষায় ফল কি। আত্রেয় নায়ক নায়িকাকে হাস্য করিতে দেখিয়া কহিলেন, চতুরিকে! তুমি আমার মুখে কি অর্পণ করিয়াছ যে, ইহাঁরা সেই অবধি আমারে দেখিয়া হাস্য করিতেছেন? চতুরিকা সহাস্য আস্যে কহিল, আমি আর কি করিব, তোমার মুখে রঙ্গ লেপন করিয়া দিয়াছি। আত্রেয় রঙ্গ এইরূপ অর্দ্ধোক্তি হইয়া হস্ত দ্বারা মুখ ঘর্ষণ করত তাহা দর্শনে সরোষে দণ্ডকাষ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, কি! আমার সহিত পরিহাস! অদ্য তোমারে বিলক্ষণ রূপে শিক্ষা প্রদান করিতেছি। যুবরাজের সম্মুখে আমার মুখে এই

প্রকারে কালী! ছি, ছি, ছি! অনন্তর দণ্ডকাষ্ঠ দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! আপনি ইহার বিচার করুন। আপনার সাক্ষাতে আমার এত অপমান! ক্ষণকাল নিঃস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, কৈ; কিছুই যে বলিলেন না, তবে আর আমার এস্থানে অবস্থিতি করিবার প্রয়োজন কি? আমি প্রস্থান করিলাম। এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিলে চতুরিকা হাস্য করিয়া কহিল, ইঃ! ব্রাহ্মণ ঠাকুর রোষভরে এখান হইতে প্রস্থান করিলেন, তবে একবার গমন করিয়া তাঁহার ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম করিয়া আসি। অনন্তর চতুরিকা গমনোদ্যতা হইলে মলয়বতী ঈষদ্ধাস্য মুখে কহিলেন, সখি! আমাকে একাকী রাখিয়া কোথায় গমন করিতেছ? চতুরিকা অঙ্গুলি দ্বারা যুবরাজকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, প্রিয়সখি। এই প্রকারে তুমি চিরকাল একাকিনী অবস্থিতি কর, আমি এখন চলিলাম। চতুরিকা গমন করিলে জীমূতবাহন মলয়বতীর প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া সহাস্য আস্যে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার মুখপদ্মে যদি মধুকরে মধুপান করে, তাহা হইলে কেমন শোভা হয়। এই কথায় মলয়বতী ঈষদ্ধাস্য করত, অবনত মুখী হইয়া রহিলেন। যুবরাজ পুনর্ব্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময় মনোহারিকা নাম্নি চেটী আসিয়া করপুটে নিবেদন করিল, যুবরাজ! কি বিশেষ কথা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত কুমার মিত্রাবসু আপনার নিকটে আগমন করিতেছেন, সেই সমাচার প্রদান করিতে আমি অগ্রে আসিয়াছি। মিত্র বসুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণে জীমূতবাহন মলয়বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! কোন কারণ

বশতঃ কুমার মিত্রাবসু আমার নিকটে আগমন করিতেছেন, অতএব তুমি এখন অন্তঃপুরে গমন কর, আমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সত্বরে তোমার পশ্চাতে যাইতেছি। অনন্তর চেটী সমভিব্যাহারে মলয়বতী অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

এ দিকে কুমার মিত্রাবসু আসিতে আসিতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যুবরাজ জীমূতবাহনের রাজ্য যে, শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে সেই পাপিষ্ঠ আক্রমণকারীদিগকে শাস্তি প্রদান না করিয়া আমি তাঁহাকে সমাচার দিতে যাইতেছি, ইহাতে আমার কিছুমাত্র পুরুষত্ব নাই। বরং সেই দুর্দ্দান্ত পাপিষ্ঠদিগকে উচিতমত শাস্তিপ্রদান করিয়া আগমন করিলে ভাল হইত; অথবা ইহাতে আমারে সম্পূর্ণ দোষভাগী হইতে হইবে না, যে হেতু ইহা আমার অনায়ত্ত, আমি তাঁহার বিনানুমতিতে এ বিষয়ে কখন হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ নহি; অতএব তাঁহাকে জ্ঞাত করাই যুক্তি সিদ্ধ। এইরূপ স্থির করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে জীমূতবাহন কহিলেন, কুমার মিত্রাবসু! এস ভাই এস; এই স্থানে উপবেশন কর। অনন্তর মিত্রাবসু নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলে জীমূতবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই তোমাকে এরূপ ক্রুদ্ধ দেখিতেছি, কারণ কি? মিত্রাবসু কহিলেন, না মহারাজ! এমন কিছু নয়, সেই পাপিষ্ঠ মতঙ্গ বেটা, তা সে বেটার ক্ষমতা কি! যুবরাজ মতঙ্গের নাম শ্রবণে কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, কি, মতঙ্গ কি করিয়াছে! মিত্রাবসু কহিলেন, সে হতভাগ্য আসিয়া আপনার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, ভালই হইয়াছে, সে নিজ বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছে, নতুবা তাহার

ক্ষমতা কি। এই ব্যাপার শুনিয়া যুবরাজ মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ কথা কি যথার্থ, তাহার এ কি সামান্য অদূর-দর্শিতা! মিত্রাবসু কহিলেন, এক্ষণে আমি সসৈন্যে সেই মূর্খকে যথোচিত প্রতিফল প্রদানে চলিলাম। কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র ছিল। অথবা সসৈন্যে গমনের প্রয়োজন কি? যেমন একটা সিংহ নখ দ্বারা হস্তি যথের মস্তক ছেদন করে, তদ্রূপ আমি স্বয়ং যাইয়া তাহাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিব। এই সকল কথা শ্রবণে জীমূত-বাহন কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি সর্ব্বনাশ! ইনি কি ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর প্র-কাশ করিয়া কহিলেন, ভাই মিত্রাবসু! তাহা তোমার পক্ষে কিছু আশ্চর্য্য কর্ম্ম নহে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কোন ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, অথচ সেই স্থানে কোন দয়ালু মহাপুরুষ উপস্থিত থাকেন এবং সে সময় সেই বিপন্ন ব্যক্তি যদি তাঁহার আশ্রয় যাচ্ঞা না করেন, তথাপি সেই মহাপুরুষের কর্ত্তব্য যে, তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন; অতএব ভাই বিবেচনা করিয়া দেখ, একটা সামান্য রাজ্যের নিমিত্ত বহু সংখ্যক লোকের জীবন হিংসা করা কি শ্রেয়-স্কর! যদ্যপি আমার মতের অপেক্ষা কর, তবে তাহার দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া ভাল। এইরূপ কথা শুনিয়া মিত্রাবসু ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন, বটে! উচিৎ আজ্ঞা করিয়াছেন, সে ব্যক্তি আপনার রাজ্য আত্মসাৎ করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, অতএব এমন উপকারী ব্যক্তি কে যদি ক্ষমা না করিবেন, তবে আর কাহারে করা কর্ত্তব্য।

জীমূতবাহন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাঁর যে প্রকার ভয়ানক ক্রোধদৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে যে শীঘ্র শান্ত হইবেন, তাহা কখন বিবেচনা হয় না, তবে কি করা কর্ত্তব্য। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, ভাই, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, ঐ দেখ, কমলিনীনায়ক সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়া সন্ধ্যার আগমনে আরক্ত নয়নে পৃথিবী পরিত্যাগ করিতেছেন। বিহঙ্গমকুল শ্রেণিবদ্ধ হইয়া কলরব করত নিজ নিজ কুলায়াভিমুখে গমন করিতেছে। গোপালগণ গোবৃন্দ লইয়া প্রান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। কুমুদিনী বিকসিত হইয়া যেন মৃদু হাস্যে চন্দ্রমার আগমন প্রতীক্ষা করত ঊর্দ্ধমুখী হইয়া রহিয়াছে। দিঙ্মণ্ডল লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া দিবাকরের অদর্শনে দুঃখিত চিত্তে শিশির বর্ষণচ্ছলে যেন ক্রন্দন করিতেছে। অতএব ভাই চল, এখন অন্তঃপুরে গমন করি, পরে ইহার একটা যুক্তি স্থির করা যাইবে। অনন্তর উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

পূর্ব্বাপর সিদ্ধ বংশে এই রূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে দম্পতিকে দশ রাত্রি রক্ত বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। তৎ প্রযুক্ত কঞ্চুকী বসুভদ্র দুইখানি রক্ত বসন হস্তে রাজকুমার জীমূতবাহনের অন্বেষণে নির্গত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, কোন কর্ম্ম করিতে সক্ষম নহি, সুতরাং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে, চরণ বিকম্পিত হইয়া পদে পদে স্খলিত হয়। তন্নিমিত্তই মহারাজ বিশ্বাবসু আমাকে অন্তঃপুরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতেছে, এমন সময় সুনন্দ প্রতিহারী তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর্য্য বসুভদ্র! আপনি কোথায় গমন করিতেছেন? বসুভদ্র পশ্চাৎ দৃষ্টিপাতে সুনন্দকে অবলোকন করিয়া কহিল, কুমার মিত্রাবসুর মাতা আমাকে আদেশ করিলেন যে, "বিবাহের দশ রাত্রি জামাতা এবং কন্যাকে রক্ত বসন পরিধান করিতে হয়, অতএব তুমি এই বস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রদান করিয়া আইস।" আমি তাঁহার অনুমত্যনুসারে এই দুইখানি বস্ত্র লইয়া গমন করিতেছি; কিন্তু রাজদুহিতা মলয়বতী তাঁহার শ্বশুরালয়ে আছেন এবং শুনিলাম, রাজকুমার জীমূতবাহন যুবরাজ মিত্রাবসুর সমভিব্যাহারে সমুদ্রতরঙ্গ দর্শনে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে

ভাবিতেছি, কি করি; জীমূতবাহনের আলয়ে যাই, অথবা সমুদ্রতটে তাঁহার নিকটে যাই। সুনন্দ কহিল, মহাশয়! রাজকন্যার নিকটে যাওয়াই বিধেয়, যেহেতু দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে, বোধ হয়, রাজকুমার এখনই প্রত্যাগমন করিবেন। অতএব সে স্থানে গমন করিলে আপনি উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। বসুভদ্র এই যুক্তি-কর বাক্যে অনুমোদন করিয়া কহিল, সুনন্দ! উত্তম কহিয়াছ। এ ক্ষণে তুমি কোথায় গমন করিতেছ? প্রতি-হারী কহিল, দ্বীপ প্রতিপৎ উৎসবে জামাতা এবং কন্যাকে কিছু দেওয়া প্রথা আছে, তজ্জন্য মহারাজ আমাকে আদেশ করিলেন যে, "তুমি অবিলম্বে কুমার মিত্রাবসুকে আমার নিকটে লইয়া আইস, তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিব।" আমি সিদ্ধরাজের অনুজ্ঞানুসারে তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করি-তেছি, অতএব আর অধিক কাল এখানে বিলম্ব করিব না এবং আপনিও রাজকন্যার নিকটে গমন করুন।

এ দিকে সমুদ্র তরঙ্গ দর্শনাভিলাষী যুবরাজ জীমূতবাহন সাগর সন্নিহিত অরণ্য দিয়া গমন করিতে করিতে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া কহিলেন, আহা! ভগবানের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি নৈপুণ্য! এই বন মধ্যে তাল, তমাল, শিমুল প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ, কেহ বা নব নব মুকুলে, কেহ বা সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমে, কেহ বা অতি উপাদেয় সুমিষ্ট ফলে, সুশোভিত হইয়া পবনদেবের আনুকুল্যে সুচারুরূপে মন্দ মন্দ সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। ভ্রমরেরা নব প্রস্ফুটিত কুসুমের সুগন্ধ আঘ্রাণে মধু পানে অন্ধ হইয়া গুণ গুণ

শব্দে চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হইতেছে। ফলভুক্ পক্ষি সমূহ সুমিষ্ট পক্ক ফল লোভে লোলুপ হইয়া চঞ্চু দ্বারা তাহা বিদ্ধ করিতেছে। বৃক্ষ সকল এরূপ ভাবে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সহসা বোধ হয় যেন পথশ্রান্ত পথিকগণের শ্রমাপনোদন মানসে জগদ্বীশ্বর এই রূপ চমৎকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। নির্ঝর হইতে অনবরত এরূপ সুশীতল নির্ম্মল জলধারা নির্গত হইতেছে, বোধ হয় যেন উহা পর্ব্বত গর্ভে স্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে অবনত মুখে সমুদ্র মধ্যে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু ভাই! মানব সমাগম বিরল প্রযুক্ত এই সমস্ত দ্রব্যের রমণীয়তা বৃথা নষ্ট হইতেছে, যে হেতু ইহা কাহার নয়ন পথের পথিক হইয়া তুষ্টি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। মিত্রাবসু এই সকল বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু আমাদিগের এ স্থানে আর অধিক কাল বিলম্ব করা বিধেয় নহে, ঐ দেখুন, পর্ব্বত গুহায় সমুদ্র তরঙ্গ সবেগে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। জলচর শিশুমার প্রভৃতি জন্তু সমূহ তাহার উগ্রতা প্রযুক্ত তদুপরি আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। বিশেষত বারিধির জল ক্রমশ এরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে, বোধ হয় যে অতি শীঘ্র এই স্থান প্লাবিত হইবে। জীমূতবাহন সাগরাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ভাই! যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছ। যেহেতু ঐ দেখ, জলযান সমূহ তরঙ্গ বেগে সঞ্চালিত হইয়া এক দিক্ হইতে অপর দিকে ফিরিতেছে। মীন, হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি

জলচর জন্তুগণ ইতস্তত দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। বৃহদাকার সর্পগণ মস্তক উন্নত করিয়া সবেগে সলিলোপরিভাসমান হইতেছে। মণ্ডূকগণ কোলাহল করত জল হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তট আশ্রয় করিতেছে। আহা! সমুদ্রের কি অপূর্ব্ব শোভা! বৃহৎ বৃহৎ যান সমূহ এরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, দূর হইতে তাহার পতাকাদণ্ড দর্শনে বোধ হয়, যেন একটি ক্ষুদ্র অটবী রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক এক খানি বাষ্পীয় যান এরূপ বেগে চালিত হইতেছে, সহসা বোধ হয়, যেন জলধি উহার বেগ সম্বরণে অক্ষম হওয়াতে দ্বিধা হইয়া গমন সুলভ মার্গ প্রদান করিতেছে। মৎস্যভুক্ হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিগণ আমিষ লোভে একদৃষ্টে সাগরকুলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এক একটি শূন্য মার্গে উড্ডান হইয়া নিজ নিজ শীকার লক্ষ্য করত সবেগে জল মধ্যে ঝম্প প্রদান করিতেছে। এই রূপ কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভাই মিত্রাবসু! এ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, যেমন ধবলবর্ণ তুষারে মণ্ডিত হইয়া হিমাচলের অপূর্ব্ব শোভা হয়, তদ্রূপ শরৎকালীন শুক্ল ঘণরাশি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এই মলয়গিরি কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। মিত্রাবসু কহিলেন, যুবরাজ! উহা মলয় পর্ব্বত নহে। কেবল নাগ অস্থি একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকারে স্থিত রহিয়াছে। জীমূতবাহন তচ্ছ্রবণে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, কি ইহা নাগ অস্থি! এস্থানে রাশিকৃত ভুজঙ্গ অস্থি স্থাপনের প্রয়োজন কি? আহা! কোন্ নিষ্ঠুর দুরাত্মা একেবারে এত সর্প নষ্ট করিয়াছে। মিত্রাবসু কহিলেন, এ সমস্ত একেবারে কেহ

হত্যা করে নাই। বিনতানন্দন গরুড় প্রত্যহ পাতাল হইতে এক একটি সর্প আনিয়া এই স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করে, তজ্জন্য এক স্থানে বহু অস্থি দৃষ্টি হইতেছে। যুবরাজ এই রূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ মাত্র শোক সন্তপ্ত হইয়া কহিলেন, আহা! খগেন্দ্র কি অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ সাধু বিগর্হিত কর্ম্ম কি তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য? ইহাতে তাহার পক্ষীন্দ্র নামের গৌরব বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত কোন্ ব্যক্তি কি ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই? মিত্রাবসু কহিলেন, আজ্ঞা হাঁ, নাগরাজ বাসুকি গরুড়ের এই রূপ অত্যাচার দর্শনে স্বয়ং এ স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—জীমূতবাহন মিত্রাবসুর কথা সমাপ্ত না হইতেই পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন, বাসুকি কি বলিয়াছিলেন যে, অগ্রে আমাকে আহার কর। মিত্রাবসু হাস্য করিয়া কহিলেন, তাহা বলিবেন্ কেন। তিনি আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে খগরাজ! তোমার পাকসাটে গর্ভিনীর গর্ভস্রাব ও শত শত নাগশিশুর প্রাণ বিয়োগ হয়, অতএব তুমি পাতালপুরে আগমন করিয়া অনর্থক কেন আপনার ক্ষতি কর। আমি স্বয়ং পর্য্যায় ক্রমে প্রত্যহ একটি সর্প তোমার নিকটে প্রেরণ করিব, তাহা হইলে আমাদিগের কোন অপকার হইবে না, অথচ তোমার নির্ব্বিঘ্নে ক্ষুধা শান্তি হইবে। জীমূতবাহন নাগরাজের এই রূপ যুক্তি শুনিয়া কিঞ্চিৎ বৈরক্তিভাবে কহিলেন, তিনি কি এই কথা বলিয়া নাগকুলকে গরুড়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন? তাঁহার সহস্র রসনা

থাকিতেও একটা হইতে কি এই সামান্য কথাটি নির্গত হইল না যে, "আমারে আহার করিয়া সমস্ত নাগ লোককে রক্ষা কর।" মিত্রাবসু কহিলেন, সে যাহা হউক, কিন্তু গরুড় তাহাতেই সম্মত হইল। তদবধি বাসুকি প্রত্যহ পর্য্যায় ক্রমে একটি সর্প প্রেরণ করেন। জীমূতবাহন অতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! মূঢ় লোকেরা এই কৃতঘ্ন ক্ষণভঙ্গুর দেহের নিমিত্ত কি পর্য্যন্ত পাপ না করে। আহা! নাগলোকের দুরবস্থা শ্রবণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এখনি ইচ্ছা হয় যে, স্বয়ং প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া তাহাদিগের একটির প্রাণ রক্ষা করি।

উভয়ে এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সুনন্দ প্রতিহারী তথায় উপস্থিত হইয়া মিত্রাবসুর কর্ণ কুহরে মৃদু স্বরে রাজাদেশ নিবেদন করিল। মিত্রাবসু তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! পিতা আমাকে প্রত্যাগমনের আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যে রূপ অনুমতি হয়। যুবরাজ নৃপাজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন, তুমি শীঘ্র গমন কর, অধিক বিলম্বে প্রয়োজন নাই। মিত্রাবসু বিদায় লইয়া কহিলেন, আপনি আর এস্থানে অধিক বিলম্ব করিবেন না, যে হেতু ইহা অতি কদর্য্য স্থান। অনন্তর কুমার মিত্রাবসু প্রস্থান করিলে জীমূতবাহন পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন, তবে আমিও এই অবসরে সমুদ্রতটে গমন করিয়া তরঙ্গ দর্শনে মনকে পরিতৃপ্ত করি। এই বলিয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময়, "হা পুত্র শঙ্খচূড়! আমি মা হইয়া কি রূপে তোমার মৃত্যু দর্শন করিব" এই প্রকার হাহা-

কার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তখন গমনে নিরস্ত হইয়া কহিলেন, এ কি! অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের ন্যায় সকরুণ রোদনধ্বনি কোথা হইতে আসিতেছে, ইহার সবিশেষ আমার এখনই জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

এ দিকে শঙ্খচূড় নামক একটি নাগ তৎপশ্চাতে তাহার বৃদ্ধ মাতা এবং দুইখানা রক্ত বস্ত্র লইয়া এক জন কিঙ্কর তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর বৃদ্ধা বাৎসল্যভাবে পুত্রের বদন মণ্ডলে হস্তার্পণ করিয়া করুণ স্বরে কহিল, হা পুত্র শঙ্খচূড়! আমি গর্ভধারিণী হইয়া কি রূপে তোমার মৃত্যু দর্শন করিব। হা পুত্র! তোমার মুখচন্দ্র বিরহে অদ্যাবধি পাতালপুর তমসাচ্ছন্ন হইল এবং আমি অন্ধের যষ্টিরন্যায় এত দিন পর্য্যন্ত তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম, কিন্তু অদ্যাবধি তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কি প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হইব। আহা বৎস! তোমারে বিসর্জন দিয়া আমি কি সংসার মায়ায় পুনরায় লিপ্ত হইব! অনন্তর তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, বৎস! তোমার যে অঙ্গে কখন সূর্য্যকিরণ স্পর্শ করে নাই, অদ্য নিষ্ঠুর গরুড় তাহা ভক্ষণ করিবে, ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আর অধিক দুঃখকর কি হইতে পারে। এই বলিয়া ভুজদ্বয় দ্বারা শঙ্খচূড়ের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। তখন শঙ্খচূড় সান্ত্বনা করিয়া কহিল, মাতঃ! ক্রন্দন করিও না, বৃথা শোকাকুল হইলে কি হইবে বল। বিবেচনা করিয়া দেখুন, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবা মাত্রেই অগ্রে মৃত্যু আসিয়া মাতার ন্যায় অঙ্কে ধারণ করেন। জন্মমাত্র

মৃত্যু স্থির হইয়া থাকে, তৎপরে গর্ভধারিণী জননী সেই সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করেন। অতএব মাতঃ! ইহার নিমিত্ত বৃথা রোদন করা উচিত নহে। এই রূপ কহিয়া গমনোদ্যত হইলে বৃদ্ধা রোদন স্বরে কহিল, বৎস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি জন্মের শোধ তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া মনের অন্ধকার দূর করি; গরুড় আগমন করিলে আর তোমাকে দেখিতে পাইব না। এই রূপে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ক্রমে বধ্য ভূমির নিকটবর্ত্তী হইলে কিঙ্কর কহিল, শঙ্খচূড়! আপনার মাতা পুত্র স্নেহে কাতরা হইয়া রাজাজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার তাহা বিবেচনা করা উচিত। অনন্তর সম্মুখে বধ্যভূমি নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, এই আমরা যথাস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে শঙ্খচূড়কে বধ্য চিহ্ন স্বরূপ নূতন বস্ত্র পরাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

এখানে জীমূতবাহন শঙ্খচূড়ের মাতাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন; যে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াছিলাম, বোধ হয়, এই সেই বৃদ্ধা অবলা এবং ইহার পুত্রও সমভিব্যাহারে রহিয়াছে, অথচ এই জনশূন্য অরণ্য মধ্যে ইহাদিগের শঙ্কারও কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না, তবে বৃথা ক্রন্দনের ফল কি। যাহা হউক, অকস্মাৎ নিকটে গমন করিয়া এ বিষয় জ্ঞাত হওয়া উচিত নহে। যে হেতু ইহারা মাতাপুত্রে কথোপকথন করিতেছে, বোধ হয়, এই বৃক্ষের অন্তরাল হইতে ইহাদের কথোপকথন দ্বারা সমুদায় জ্ঞাত হইতে পারিব। এই রূপ স্থির করিয়া বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়-

মান হইলেন। কিঙ্কর সজল নয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, শঙ্খচূড়! রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এই ভাবিয়া আমি নির্দ্দয়ের ন্যায় আপনারে তদাজ্ঞা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি; অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। শঙ্খচূড় বাষ্পাকুল লোচনে কহিল, রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রকাশ কর, তাহা যত বড় নিষ্ঠুর হউক না কেন, আমি সানন্দ মনে শিরোধার্য্য করিয়া আপনারে শ্লাঘ্য মানিব। তখন কিঙ্কর মৃদুমন্দ স্বরে কহিল, নাগ-রাজ বাসুকি বধ্যচিহ্ন স্বরূপ আপনাকে এই নূতন বস্ত্র দ্বয় পরিধান করাইয়া এই শিলাতলে উপবেশন করাইতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি এই রূপে অবস্থিত হইলে গরুড় আপনার নূতন বস্ত্র দর্শনে আপনাকে ভক্ষণ করিবে। এই বলিয়া শঙ্খচূড়কে বস্ত্রপ্রদান করিলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকোপরি স্থাপন করিলেন। তাহার মাতা তাহা দর্শন করিয়া বক্ষস্থলে করাঘাত করিতে লাগিল এবং হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া কহিল, হায়! আমার কি হইল! রে নিষ্ঠুর গরুড়! এত সর্প আহার করিয়াও কি তোর ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় নাই। অনন্তর বাসুকিরে সম্বো-ধন করিয়া কহিল, হা নির্দ্দয়! হা নির্লজ্জ বাসুকি! তোমার কি শরীরে দয়ার লেশমাত্রও নাই, তুমি আমার এই একটিমাত্র পুত্র জানিয়াও সেই নিষ্ঠুর ভুজঙ্গারির হস্তে প্রদান করিলে। হায়! আমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই রূপে বিলাপ করিতে করিতে ভূতলশা-য়িনী হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইল। কিঙ্কর এই সমস্ত দেখিয়া

শুনিয়াও গরুড়ের আগমনের সময় উপস্থিত জানিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন শংখচূড় সজল নয়নে স্বীয় মাতাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিল, মাতঃ! আর রোদন করিও না, স্থির হও, বৃথা ক্রন্দন করিলে কি হইবে বল। যখন বাসুকি পর্য্যায়ক্রমে আমারে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন ইহার কোন উপায় নাই; বিশেষত বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কোন ব্যক্তি অপর এক জনের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে মৃত্যুবৎ প্রহার করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অনন্য উপায় ভাবিয়া রাজার নিকটে অভিযোগ করে; কিন্তু আমি স্বয়ং রাজা কর্ত্তৃক এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছি, আর কাহার নিকটে এ দুঃখ জানাইব। বৃদ্ধা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া করুণ স্বরে কহিল, হা বৎস শংখচূড়! তুমি কি একেবারে এই বৃদ্ধা মাতারে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে। হায়! আমার কি হইবে! আমি যখন যাহা ইচ্ছা করিতাম, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে, এ ক্ষণে আমি তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া কোথায় গমন করিব। হায়! আমি তোমাকে আর দেখিতে পাইব না, অতঃপর কে আমার ক্রোড়ে আসিয়া, মা, মা, সম্বোধন করত আমারে পরিতৃপ্ত করিবে। বৎস! একবার আমার ক্রোড়ে আসিয়া মা বলিয়া ডাক, আমি জন্মের শোধ তোমার মস্তক চুম্বন ও স্পর্শসুখ অনুভব করত মনের সমুদয় ক্লেশ নিবারণ করি। এই বলিয়া শংখচূড়ের কর ধারণ করত বারংবার মস্তক চুম্বন করিতে লাগিল এবং রোদন স্বরে পুনঃ পুনঃ কহিল, বৎস! তুমি এই হতভাগিনীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিলে।

জীমূতবাহন অন্তরাল হইতে বৃদ্ধার এই রূপ আক্ষেপোক্তি শ্রবণে করুণার্দ্র চিত্তে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা! খগেন্দ্রের কি নির্দ্দয় হৃদয়! এই অবলা নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অশেষ প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে এবং স্নেহভরে বারংবার মস্তকাঘ্রাণ ও অনবরত অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। এ সমস্ত অবলোকন করিয়াও পক্ষীন্দ্র ইহাকে জননীর অঙ্কচ্যুত করিয়া নিজ উদর পোষণ পুরঃসর আত্মাকে চরিতার্থ করিবে। হায়! কি পরিতাপ! গরুড়ের অন্তঃকরণে কি দয়ার লেশ মাত্র নাই, অথবা তাহার বক্ষস্থল পাষাণে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, নতুবা এতাদৃশ নিষ্ঠুর কর্ম্মে কোন্ নৃশংস প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়। শংখচূড় নয়নাশ্রু মার্জন পূর্ব্বক জননীরে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, মাতঃ! বৃথা রোদন করিলে কি হইবে বল, ইহা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই। বৃদ্ধা করুণ স্বরে কহিল, বৎস! তুমি আমারে বারংবার সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইতেছ; কিন্তু আমার মন কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না। নাগরাজ বাসুকি আমার একটিমাত্র সন্তান দেখিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক তোমারে পাঠাইয়াছেন। আহা, বৎস! তোমারে বিসর্জন দিয়া আমার জীবনাশা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, আমারে পাগলিনীর ন্যায় পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে হইবে। এ ক্ষণে, আমার ন্যায় হতভাগিনী নাগলোকে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। হা জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল, এই বলিয়া পুনরায় মোহ প্রাপ্ত হইল।

জীমূতবাহন এই সমস্ত দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগি-

লেন, ইহার এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, বোধ হয়, অবিলম্বেই ইনি কালের করাল কবলে নিপতিত হইবেন; কিন্তু এই বিপদ্কালে ইহাদিগের বন্ধু বান্ধব সকলেই ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, অতএব এতাদৃশ দুঃসময়ে যদ্যপি আমি ইহাদিগকে রক্ষা করিতে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমার শরীর ধারণের ফল কি। এক্ষণে উহাদিগের নিকটে যাইয়া একটা উপায় স্থির করা কর্ত্তব্য। যুবরাজ এই রূপ বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে বৃদ্ধা সংজ্ঞা লাভ করিয়া কহিল, বৎস! তোমার সমুদয় কথা আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, কিন্তু তাহা রোগীর ঔষধ ভক্ষণের ন্যায় অন্তরস্থ না হইয়া ক্রমশ আমার চিন্তানল প্রবল করিতেছে। ফলত যখন নাগরাজ বাসুকি স্বয়ং তোমারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন এমন মহাপুরুষ কে আছে যে, এই বিপদ্কালে তোমারে রক্ষা করিবেন। এই কথায় জীমূতবাহন সহসা তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, মাতঃ! আর বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই, আমি তোমার সন্তানকে রক্ষা করিব। বৃদ্ধা জীমূতবাহনকে দর্শন করিবা মাত্র সসম্ভ্রমে স্বীয় পুত্রকে উত্তরীয় বসন দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক অর্দ্ধাসীন হইয়া করযোড়ে কহিল, হে বিনতানন্দন! অদ্য আমারে ভক্ষণ কর। বাসুকি তোমার আহারের নিমিত্ত অদ্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যুবরাজ অশ্রুপূর্ণ লোচনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য পুত্রস্নেহ! ইনি পুত্রের রক্ষার নিমিত্ত গরুড় ভ্রমে আমাকে আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে উদ্যতা হইয়াছেন; কিন্তু ইহাঁর যে রূপ

অপত্যস্নেহ ও কাতরতা ইহাতে বোধ হয়, অতি কঠিন হৃদয় গরুড়ও এই সকল দেখিয়া ইহাঁর প্রতি সদয় হইতে পারে। শঙ্খচূড় জীমূতবাহনকে দেখিয়া কহিল, মাতঃ! এরূপ আশঙ্কা করিও না, তুমি যাঁহাকে নাগারি গরুড় ভ্রমে ভীতা হইয়াছ, আকার দ্বারা বোধ হইতেছে, ইনি এক জন মহাপুরুষ। যেহেতু গরুড় হইলে তাহার ভয়ানক চঞ্চু থাকিত, এবং সেই চঞ্চু সর্পের রুধিরে রঞ্জিত থাকিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই মহাপুরুষে তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। বৃদ্ধা কহিল, বৎস! অদ্য আমি সমুদায় গরুড়ময় দেখিতেছি। জীমূতবাহন বৃদ্ধার এই রূপ কাতরোক্তি শ্রবণে সাতিশয় শোকাকুলিত হইয়া কহিলেন, মাত! স্থির হও, আর রোদন করিও না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কার্য্য দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায় দ্বারা হউক, তোমারে এই উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিব। এই রূপ আশ্বাস বাক্যে বৃদ্ধা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে যুবরাজের প্রতি বারংবার দৃষ্টি নিঃক্ষেপ ও তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি চিরজীবী হও। জীমূতবাহন মস্তকাবনত করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! তোমার পুত্রের বধ্য চিহ্ন সমুদয় আমারে প্রদান কর, আমি তৎ সমুদয় পরিধান করিয়া অদ্য তোমার পুত্রের নিমিত্ত প্রাণ দান করিব। বৃদ্ধা তচ্ছ্রবণে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া কহিল, বৎস! এরূপ নিদারুণ বাক্য আর কখন প্রয়োগ করিও না। তুমি আমার শঙ্খচূড় অপেক্ষা অধিক স্নেহভাজন, কারণ, যখন সকল বন্ধু বান্ধব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে,

এমন সময় তুমি আমার পুত্রের নিমিত্ত প্রাণ দান করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, শংখচূড় অপেক্ষা তুমি আমার অধিক স্নেহের পাত্র। শংখচূড় জীমূতবাহনের দয়া দাক্ষিণ্য গুণের বহুতর প্রশংসা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! জগতীতলে এরূপ মহাপুরুষ আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বাপর এই রূপ শুনিয়াছি যে, বিশ্বামিত্র মুনি প্রাণ ধারণের নিমিত্ত শুনক মাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। নারীজঙ্ঘ গৌতম ঋষির সাহায্যে প্রত্যহ নারী বধ করিয়া তাহার শোণিত পান করিতেন। অধিকন্তু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, পক্ষিরাজ গরুড় প্রাণ ধারণের নিমিত্ত অসংখ্য পন্নগ বধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতেছে; কিন্তু এই মহাপুরুষ এমন অমূল্য প্রাণ তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া পরের নিমিত্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অনন্তর যুবরাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, মহাভাগ! এ ক্ষণে আপনার ন্যায় কৃপালু ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। কারণ, আপনি নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও আমারে এই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমরা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, আপনি মহৎ লোক; অতএব আপনি জীবিত থাকিলে আমার ন্যায় শত শত ব্যক্তির উপকার করিতে পারিবেন। আমার দ্বারা কি উপকার দর্শিতে পারে, এস্থলে আমার নিমিত্ত আপনার কখন প্রাণ ত্যাগ করা উচিত নহে। জীমূতবাহন কাতরভাবে কহিলেন, শংখচূড়! আমি বহু কালের পর পরোপকারের এই একটি সময় প্রাপ্ত

হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে আর নিষেধ করিও না, আমি ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমারে ঐ সকল বধ্য চিহ্ন প্রদান কর। শংখচূড় কহিল, মহাশয়! আপনি এ বিষয়ে বৃথা চেষ্টা পাইতেছেন। শংখচূড় শংখ সদৃশ ধবল ও নির্ম্মল, শংখপালকুল কখন মলিন করিবে না। যদি একান্ত আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার এই উপকার করুন, যাহাতে আমার বৃদ্ধ মাতা আমার মৃত্যুর পরে প্রাণ ত্যাগ করিতে না পারেন। এই কথায় যুবরাজ প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, তাহার নিমিত্ত কোন আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না, তুমি জীবিত থাকিলেই তোমার মাতা জীবিত থাকিবেন। নতুবা তোমার পরলোক গমনে উনি কখনই প্রাণ ধারণ করিবেন না। অতএব যদি তোমার মাতাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার পরিবর্ত্তে শীঘ্র আমাকে ঐ সকল বধ্য চিহ্ন প্রদান কর, আমি উহা দ্বারা শরীর আচ্ছাদন পূর্ব্বক বধ্য শিলায় আরোহণ করি এবং তুমিও স্বীয় মাতাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া গৃহে প্রস্থান কর। স্ত্রী-জাতি স্বাভাবিক দয়াশীলা, বোধ হয়, আমার মৃত্যু দর্শনেও উনি প্রাণ ত্যাগ করিতে পারেন। আর দেখ, এই শ্মশান ভূমিতে গৃধ্র শৃগাল প্রভৃতি জন্তু সমূহ ভয়ানক চীৎকার করিতেছে, এ সকল দেখিয়াও উনি ভীতা হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি শীঘ্র গৃহে প্রস্থান কর। এই রূপ বহুবিধ তর্ক বিতর্কের পর শংখচূড় গরুড় আগমনের সময় উপস্থিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মাতঃ! তুমি শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন কর। এক্ষণে তোমার নিকটে

আমার এই শেষ ভিক্ষা, যেন জন্ম জন্মান্তরে আমি তোমার গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করি। বৃদ্ধা সজল নয়নে কহিল, শংখচূড়! এ রূপ নিষ্ঠুর বাক্য আর কদাপি মুখে আনিও না, তোমারে পরিত্যাগ করিয়া আমার চরণ এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইবে না। অনন্তর শংখচূড় বাসুকির আদেশ প্রতিপালনের নিমিত্ত ভগবান্ গোকর্ণেশ্বরকে প্রণাম করিতে গমন করিল এবং তাহার মাতাও তাহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইল।

উহারা প্রস্থান করিলে জীমূতবাহন ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অনতিদূরে কঞ্চুকী হস্তে রক্তবস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এমন সময় কঞ্চুকী যে, আমার নিমিত্ত রক্ত বস্ত্র আনয়ন করিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই রূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় কঞ্চুকী তাঁহার সম্মুখীন হইয়া নিবেদন করিল, যুবরাজ! কুমার মিত্রাবসুর মাতা আপনাকে এই বস্ত্র পরিধান করিতে আদেশ করিয়াছেন, অতএব ইহা গ্রহণ করুন। জীমূতবাহন সানন্দ মনে বস্ত্র গ্রহণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এত দিনের পর মলয়বতীর পানিগ্রহন করা আমার সার্থক হইল। অনন্তর প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ভাল! এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, আর মহাদেবী কুমার মিত্রাবসুর মাতা ঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জ্ঞাপন করিবে। কঞ্চুকী যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলে যুবরাজ প্রফুল্ল বদনে কহিতে লাগিলেন, এমন সময় রক্ত বস্ত্র প্রাপ্ত হওয়াতে আমার অত্যন্ত উপকার বোধ হইল। পরোপকারের

নিমিত্ত প্রাণ দান অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কি সুখকর বস্তু আছে। অনন্তর বস্ত্র পরিধান করিতে করিতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, এই যে মলয়গিরি কম্পিত হইয়া বিলক্ষণ ঝটিকা হইতেছে, বোধ হয়, গরুড় আগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই, কেন না তাহারই পাকশাটে এরূপ প্রবল বাত্যা উত্থিত হইতেছে। ক্রমে তাহার পক্ষছায়া অবলোকন করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য। যেমন ঝটিকা দ্বারা মেঘ তাড়িত হইয়া চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ গরুড় পক্ষ দ্বারা গগন মণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া আগমন করিতেছে; বোধ হয়, ইহার বিক্রমে সমুদ্র তরঙ্গ পৃথিবী প্লাবিত করিবার মানসেই যেন দ্বিগুণ তর্জ্জন করিতেছে। এ ক্ষণে শঙ্খচূড় আগমন না করিতেই আমি বধ্যশিলায় আরোহণ করি। এই বলিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, আহা! এই শিলাতল স্পর্শ করিবা মাত্র আমার অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হইতেছে। এই সময়ে যদি মলয়বতী স্বয়ং চন্দন লিপ্ত হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করেন, তথাপি ইহার তুল্য সুখকর হইতে পারে না। পরন্তু শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে নির্ভয়ে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ আমিও এই শিলাক্রোড়ে উপবেশন করিয়া নির্ভয় হইয়াছি। গরুড় আগত প্রায়, এবং আমিও বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া শিলোপরি পতিত থাকি। এই বলিয়া গাত্রে বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক কহিলেন, অদ্য পরোপকারের নিমিত্ত আমার এই ক্ষুদ্র শরীর প্রদান করাতে মলয়গিরি অত্যন্ত পুণ্যশীল হইল। ফলতঃ এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরোপকারের নিমিত্ত পরিত্যক্ত হওয়াতে যথার্থ সার্থক হইল।

এ দিকে গরুড় বধ্য ভূমিতে উপস্থিত হইয়া জীমূতবাহনকে নিরীক্ষণ করত সপরিতোষে কহিল, আহা! কি সুন্দর পুরুষ! বোধ হয়, সর্পকুল রক্ষার নিমিত্ত নাগরাজ স্বয়ং শরীর প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাকে ভক্ষণ করিলে আমার সর্পাহার জন্য ক্ষুধা একেবারে নিবৃত্ত হইবে; কিন্তু এরূপ ব্যক্তিকে অত্যন্ত বেগে ধারণ করা উচিত। এই বলিয়া চঞ্চু দ্বারা যুবরাজকে ধারণ করিলে দেবতারা স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং দুন্দুভি প্রভৃতি স্বর্গীয় বাদ্য সমূহ বাদিত হইতে লাগিল। গরুড় এই সমস্ত অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, আমার অত্যন্ত বেগে আগমন করাতে স্বর্গস্থিত কল্প বৃক্ষ কম্পিত হইয়া এইরূপ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে এবং আমার পাকশাটে মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতেছে। জীমূতবাহন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য কৃতার্থ হইলাম। অনন্তর গরুড় যুবরাজকে চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কহিল, আঃ! যেমন আমার রক্ষক নারায়ণ সকল পুরুষ অপেক্ষা শ্রীমান, তদ্রূপ এই পন্নগরাজও অত্যন্ত সুপুরুষ; অতএব ইহাঁকে আহার করিলে আমার আর কখন সর্প তৃষ্ণা হইবে না, এক্ষণে মলয় পর্ব্বতের শিখর দেশে আরোহণ করিয়া ইহাঁকে ভক্ষণ করি।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

জীমূতবাহন রাজা বিশ্বাবসুর ও অন্যান্য পরিবারদিগের এরূপ স্নেহ ও প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন যে, তিনি বাটীর সন্নিহিত উপবনে বিচরণ করিতে গমন করিলে তাঁহারা স্নেহ পরতন্ত্র প্রযুক্ত অত্যন্ত কাতর হইতেন। এক্ষণে তিনি সমুদ্র তরঙ্গ দর্শনে গমন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা অধিক ব্যাকুল হইতে পারেন। ফলত জীমূতবাহনের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হওয়াতে রাজা বিশ্বাবসু অত্যন্ত ভাবিত হইলেন এবং প্রতীহারীকে তদন্বেষণে প্রেরণ করিয়া এই কহিয়া দিলেন যে, "তুমি শীঘ্র তাঁহার নিজবাটীতে গমন করিয়া দেখিয়া আইস, তিনি প্রত্যাগমন করিয়াছেন কি না"। প্রতীহারী রাজাজ্ঞানুসারে তদনুসন্ধানে গমন করিতেছে, দূর হইতে দেখিল যে, সস্ত্রীক মহারাজ জীমূতকেতু পুত্রবধূর সহিত পর্ণশালার দ্বারদেশে উপবিষ্ট আছেন। অনন্তর তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, আহা! মহারাজ কি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছেন, সমুদ্র তুল্য গম্ভীর স্বভাব, বামে গঙ্গাদেবীর ন্যায় নিজ পট্টমহিষী উপবিষ্টা এবং দুইখানি ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন।

এ দিকে মহারাজ জীমূতকেতু বিরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, সে সমদয় আমি যথা সাধ্য সম্পাদন

করিয়াছি। যৌবনাবস্থায় ভোগ সুখ ও সুবিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন পূর্ব্বক যশোলাভ করিয়া চরমে নিয়মানুসারে তপস্যা করিয়াছি। সন্তানটিও সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় এবং পুত্রবধূটিও সৎকুলোদ্ভবা বটেন। এ ক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, শীঘ্র মৃত্যুলাভ করিয়া পরম সুখী হই। এই-রূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে প্রতীহারী নিকটবর্ত্তী হইয়া অর্দ্ধোচ্চারণ পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! জীমূতবাহনের, রাজা তচ্ছ্রবণে কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, উঃ! কি অমঙ্গলের কথা। মহিষী সভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, মহা-রাজ! কিছু ভাবনা করিবেন না, সকল অমঙ্গল দূর হইবে, মলয়বতী ভীতা হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই কথা শ্রবণ মাত্র আমার যেন হৃৎকম্প হইতেছে।

এইরূপে সকলে অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ রাজা জীমূতকেতুর বাম চক্ষু নৃত্য করিতে লাগিল। তখন তিনি অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীহারীকে কহিলেন, তুমি জীমূতবাহনের কি বলিতেছিলে। প্রতী-হারী কহিল, মহারাজ! জীমূতবাহনের বার্ত্তা অবগত হইবার নিমিত্ত মহারাজ বিশ্বাবসু আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। এই কথায় গন্ধর্ব্বরাজ চকিত হইয়া কহিলেন, কি, বৎস জীমূতবাহন সেখানে নাই? মহিষী তাহা শ্রবণে অত্যন্ত বিষাদিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! সে কি! তবে আমার পুত্র কোথায় গমন করিলেন। রাজা আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, বোধ হয়, আমাদিগের প্রিয়-কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কোন স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকিবেন। মলয়বতী সাক্ষেপ বচনে মনে মনে কহিতে

লাগিলেন, আর্য্যপুত্রকে না দেখিয়া আমার মনে নানা প্রকার আশঙ্কা হইতেছে।

সকলকে শোকাকুলিত চিত্তে এইরূপে বিতর্ক করিতে দেখিয়া প্রতীহারী কহিল, মহারাজ! আজ্ঞা করুন, আমি সেখানে গমন করিয়া কি সমাচার প্রদান করিব। জীমূত-কেতু ঘন ঘন বামচক্ষু নৃত্য করাতে আরও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, বৎস জীমূতবাহনের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হও-য়াতে আমার চিত্ত ক্রমশ ব্যাকুল হইতেছে। অন-ন্তর চক্ষুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। অরে নির্দ্দয় চক্ষু! আমার অনিষ্ট ঘটাইবার জন্য কি বার বার নৃত্য করিতেছিস্? না বোধ হয়, সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণে চক্ষু এরূপ নৃত্য করিতেছে। তখন সূর্য্যদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে সহস্র কিরণ ভগবান সূর্য্য-দেব! তুমি আমার পুত্র জীমূতবাহনের মঙ্গল কর। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে চকিত হইয়া কহিলেন, একি! স্বর্গ হইতে নক্ষত্র সকল কি পৃথিবীতে পতিত হই-তেছে? এই আবার কি একটা আমার চরণোপরি পতিত হইল? সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, কৈ মহারাজ! কোথায়? রাজা তাহা উত্তোলন করিয়া কহি-লেন, কি আশ্চর্য্য! রক্ত মাংস মুক্ষিত একটা চূড়া কোথা হইতে পতিত হইল! মহিষী তদ্দৃষ্টে শোকার্ত্ত হইয়া কহি-লেন, মহারাজ! ইহা অবিকল আমার পুত্র জীমূতবাহনের ন্যায় বোধ হইতেছে। মলয়বতী তাহা শুনিয়া কহিলেন, মাতঃ! ও কথা বলিবেন না। প্রতীহারী সকলকে এইরূপ উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিল, মহারাজ! কোন বিষয় উত্তম রূপে

অবগত না হইয়া এ প্রকার কাতর হইতেছেন কেন, এ স্থানে দুর্বৃত্ত গরুড় অনেক সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে, বোধ হয়, সেই সকল নাগের মধ্যে ইহা কাহার মস্তক হইতে পতিত হইয়া থাকিবে। জীমূতকেতু কহিলেন, হাঁ; যথার্থ অনুভব করিয়াছ, এই ঘটনা কখন কখন হইয়া থাকে। মহিষী প্রতীহারীর প্রতি কহিলেন, সুনন্দ! আমার পুত্র প্রত্যাগমন করিয়াছেন কি না, তুমি শীঘ্র অবগত হইয়া আমাকে সমাচার প্রদান কর। প্রতীহারী যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলে জীমূতকেতু কহিলেন, দেবি! ইহা কি নাগের চূড়ামণি?

রাজা ও রাণী উভয়ে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় শঙ্খচূড় রক্তবাস পরিধান করিয়া তদভিমুখে আগমন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, আমি গোকর্ণ সমুদ্রতীরে ভগবান মহাদেবকে প্রণাম করিয়া অতি সত্বরে সেই ভুজঙ্গ বিনাশ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, পক্ষীন্দ্র গন্ধর্ব্বরাজ পুত্র জীমূতবাহনকে নখ ও চঞ্চু দ্বারা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শূন্য মার্গে উড্ডীন হইয়াছে। তখন নিরুপায় ভাবিয়া রোদন করিতে করিতে পুনরায় কহিতে লাগিল, হা পরম কারুণিক! হা নিষ্কারণ বন্ধু! হা পরদুঃখে দুঃখিত! তুমি কোথায় গমন করিলে, একবার আসিয়া আমার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হা! আমি হতভাগ্য, কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, অন্য কোন সর্পের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত নিজ প্রাণ দান করিলাম না, বরং তদ্বিপরীতে অন্যের প্রাণ বধ করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিলাম। আমি কি বলিয়া এই মুখ অন্যের নিকটে দেখাইব, আমা-

কে ধিক্! আমি এরূপ অবস্থায় ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না, এক্ষণে সেই মহাপুরুষের অনুগমন করাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অনন্তর মস্তকাবনত করিয়া দেখিল যে, পর্ব্বতভূমিতে রক্ত বিন্দু পতিত রহিয়াছে, তখন কিঞ্চিৎ সাহস অবলম্বন করিয়া কহিল, আমি এই সকল রক্তধারার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সেই খগাধমের অন্বেষণে গমন করি। এই বলিয়া রুধির ধারার চিহ্ন দেখিয়া পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

মহিষী দূর হইতে শঙ্খচূড়কে অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখুন, এক ব্যক্তি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া রক্তবর্ণ মুখে আমাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছে এবং যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই আমার হৃদয়কে যেন শূন্য করিতেছে। মহারাজ! একবার জিজ্ঞাসা করুন, এ ব্যক্তি কে? রাজা কহিলেন, দেবি! তুমি শোক ত্যাগ কর, বোধ হয়, এই ব্যক্তিরই মস্তক মণি কোন পক্ষী মাংস লোলুপ হইয়া চঞ্চু দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক উড্ডীন হইয়াছিল, অকস্মাৎ এই স্থানে পতিত হইয়াছে। এই কথায় মহিষী সপরিতোষে মলয়বতীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অবিধবে! তুমি স্থির হও, এ প্রকার আকৃতিতে কখন বৈধব্য দুঃখ অনুভব করে না। মলয়বতী তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, মাতঃ! সে কেবল তোমার কৃপাধীন, আর তোমার আশীর্ব্বাদে কি না হইতে পারে। অনন্তর শংখচূড় নিকটবর্ত্তী হইলে জীমূতকেতু কহিলেন, বৎস! তুমি কে, কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিলে। শংখচূড় কহিল, মহারাজ! দুঃখে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া

নয়নে অনবরত অশ্রুধারা পতিত হইতেছে, সুতরাং আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। রাজা কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সন্তান স্বরূপ; অতএব তোমার দুঃসহ দুঃখ আমারে প্রকাশ করিয়া বল, আমি তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিব। একটা দুঃখ দুই জনে বহন করিলে উভয়েরই অনেক শাম্য হইতে পারে। শংখচূড় কহিল, মহারাজ! তবে শ্রবণ করুন। আমার নাম শংখচূড়, আমি নাগজাতি, নাগরাজ বাসুকি গরুড়ের আহারের জন্য পর্য্যায়ক্রমে অদ্য আমাকে এই মলয় পর্ব্বতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, এমন সময় এক জন দয়ালু বিদ্যাধর তথায় উপস্থিত হইয়া নিজ প্রাণ দান করত গরুড়ের হস্ত হইতে আমারে উদ্ধার করিলেন। জীমূতকেতু শ্রবণমাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কহিলেন, এতাদৃশ পরহিতকারী আর কে আছে; অতএব স্পষ্টই বল না কেন যে জীমূতবাহন এই কর্ম্ম করিয়াছে। হা হতোস্মি, মন্দ ভাগ্য! এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মহিষী তদ্দৃষ্টে হা পুত্র জীমূতবাহন! তুমি কেন এরূপ অসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, কে তোমারে শিক্ষা প্রদান করিল, এই বলিয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। মলয়বতী উভয়কে মূর্চ্ছিত দেখিয়া আর দুঃখভার সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন হা নাথ! হা জীবিতেশ্বর! তুমি কি একেবারে অদর্শন হইলে! তোমারে কি আর দেখিতে পাইব না, এই বলিয়া ছিন্নমূল লতার ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

শংখচূড় সকলকে এই রূপ মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া সাশ্রুনয়নে কহিল, যে মহাত্মা জীমূতবাহন আমার নিমিত্ত প্রাণ

দান করিয়াছেন, ইহাঁরা তাঁহার পিতা মাতা, সন্দেহ নাই। এ ক্ষণে আমি এখানে উপস্থিত হইয়া এই সকল অপ্রিয় কথা ব্যক্ত করাতে ইহাঁদিগকে সন্তাপিত করিলাম। ছি! ছি! না হইবে কেন, আমি সর্পজাতি, সর্পের মুখ হইতে বিষ ব্যতীত আর কি নির্গত হইতে পারে। আহা! যে ব্যক্তি আমার জন্য নিজ প্রাণ দান করিলেন, আমি কি তাঁহার এই উচিত কর্ম্ম করিলাম। এমন কৃতঘ্ন ব্যক্তির পক্ষে এ পাপ শরীর ধারণের আর ফল কি, এ ক্ষণে সেই মহাত্মা জীমূতবাহনের অনুগমন করাই কর্ত্তব্য। অতএব অগ্রে ইহাঁদিগকে সান্ত্বনা করি, পরে তাহার অনুষ্ঠান করিব। এই রূপ স্থির করিয়া সকলের মূর্চ্ছাপনোদন করিল। মহিষী সচৈতন্য হইয়া কহিলেন, বৎসে মলয়বতি! গাত্রোত্থান কর, আর রোদন করিও না, জীমূতবাহন বিরহে আমরা কখনই প্রাণ ধারণ করিব না। মলয়বতী কথঞ্চিৎ সাস্থ্য লাভ করিয়া সজল নয়নে কহিলেন, হা নাথ! হা হৃদয়বল্লভ! তুমি কি এ অধীনীরে জন্মের শোধ ত্যাগ করিলে। তোমার সেই অম্লান বদনসুধাকর আর দেখিতে পাইব না। হা প্রাণেশ্বর! তুমি কোথায় রহিলে! আমি কোন স্থানে গমন করিলে পুনরায় তোমাকে নয়নগোচর করিব। হা নাথ! তুমি অপরিচিতের ন্যায় এই দুঃখিনীকে কাহার হস্তে নিঃক্ষেপ করিলে, আর কে আমারে সুমিষ্ট প্রিয় সম্ভাষণ দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। এই বলিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। জীমূতকেতু সজল নয়নে কহিলেন, হা বৎস! পিতা মাতাকে কি রূপ ভক্তিভাবে পূজা ও তাঁহাদি-

গের পদ সেবা করিতে হয়, তাহা তুমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ। যে হেতু মৃত্যুকালে নিজ মস্তকস্থিত চূড়ামণি আমার পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া লোকান্তরিত হইলে। আহা বৎস! এ ক্ষণে তোমার চূড়ামণিকেই কি আমার দর্শনপথের পথিক করিলে, তোমাকে আর নয়নগোচর করিতে পাইব না। অনন্তর সেই চূড়ামণি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কহিলেন, হা বৎস! এই মণি মস্তকে ধারণ করিয়া পিতা মাতাকে প্রণাম করাতে ইহা কত নত হইয়াছে। আহা! এমন নম্র চূড়ামণি এ ক্ষণে আমার হৃদয়কে কেন বিদারণ করিতেছে। মহিষী রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হা বৎস জীমূতবাহন! তুমি যে পিতা মাতার চরণ শুশ্রূষা ব্যতিরেকে আর কোন সুখ ভাল বাসিতে না, এখন সেই পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ সুখ ভোগে অভিলাষী হইলে। রাজা সজল নয়নে কহিলেন, দেবি! আর বৃথা কেন রোদন করিতেছ, জীমূতবাহন বিরহে আমরা কখন প্রাণ ধারণ করিব না। এ ক্ষণে চল, তাহার অনুগমনের নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্তুত হই। মলয়বতী জীমূতকেতুর পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, হে পিত! আর্য্যপুত্রের চিহ্নস্বরূপ ঐ চূড়ামণি আমারে প্রদান করুন, আমি উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক মনের সমুদয় শোক দুঃখ একেবারে বিসর্জন করিব। রাজা কহিলেন, পতিব্রতে! তুমি কেন উতলা হইতেছ, আমাদিগের সকলেরই ঐ দশা ঘটিবে; কিন্তু আমরা সাগ্নিক, আমাদিগের অগ্নিসংস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব চল, আমরা অগ্নিহোত্র গৃহ হইতে অগ্নি আনিয়া দেহ দাহ করি।

শংখচূড় তাঁহাদিগের এই রূপ কথোপকথন শ্রবণে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আঃ! কেবল আমার নিমিত্ত এই বিদ্যাধর বংশ সমূলে নির্ম্মূল হইবে, আমি তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিব। অনন্তর প্রকাশ করিয়া কহিলেন, পিত! নিশ্চয় রূপে জ্ঞাত না হইয়া আপনাদিগের অগ্নি প্রবেশ করা কখন কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু দেবতারা কখন অবিচার করিবেন না। যদি দৈব গতিতে গরুড় তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। অতএব আমি তাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত গরুড়ের পশ্চাৎবর্ত্তী হই। এই কথায় মহিষী পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমার কথা যেন সত্যই হয়। আমি দেবতাদিগের প্রসাদে যেন সেই জীবিত সর্ব্বস্বকে অবলোকন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতে পারি। মলয়বতী মনে মনে কহিলেন, এ কথা এই হতভাগিনীর পক্ষে অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ। আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, সেই হৃদয়বল্লভের আস্যকমল নিরীক্ষণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব। জীমূতকেতু কহিলেন, বৎস শংখচূড়! জগদীশ্বর কৃপায় যেন তোমার বাক্য সত্যই হয়; কিন্তু আমরা সাগ্নিক, আমাদিগের অগ্নি অনুসরন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর; অতএব তুমি গরুড়ের অনুসন্ধানে গমন কর এবং আমরাও অগ্নি অনুসরণ করি। এই কথা বলিয়া রাজা পত্নী ও পুত্রবধূর সহিত প্রস্থান করিলে শংখচূড় কহিল, তবে আমিও গরুড়ের অনুসন্ধানে গমন করি। অনন্তর কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ পূর্ব্বক সম্মুখে অবলোকন করিয়া কহিল,

ঐ যে গরুড় মলয় পর্ব্বতের শিখরদেশে উপবিষ্ট রহি-য়াছে।

এখানে খগরাজ গরুড় চঞ্চু দ্বারা জীমূতবাহনকে ধারণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! আমি আজন্মাবধি সর্পাহার করিতেছি; কিন্তু এরূপ ঘটনা কখন হয় নাই। আমি এই মহাত্মাকে চঞ্চু দ্বারা এত আ-ঘাত করিতেছি, তাহাতে ইনি কোন ক্লেশ বোধ না করি-য়া উত্তরোত্তর হর্ষযুক্ত হইতেছেন। পরন্তু ইহাঁর শরীর হইতে এত মাংস আহার ও চঞ্চু দ্বারা নিপীড়িত করিয়া এত অপকার করিয়াছি, তথাপি ইনি কোন যাতনা বোধ করিতেছেন না, বরং প্রফুল্ল চিত্তে আমারে বারংবার উপ-কারীর ন্যায় অবলোকন করিতেছেন। যাহা হউক, ইহাঁ-র এতাদৃশ ধৈর্য্য সন্দর্শনে আমার অত্যন্ত কুতূহল হই-তেছে; অতএব আর ভক্ষণ না করিয়া জিজ্ঞাসা করি, এ ব্যক্তি কে? এই বলিয়া ভোজনে বিরত হইলে জীমূত-বাহন কহিলেন, হে খগেন্দ্র! এখন আমার শরীরে রক্ত-ধারা পতিত হইতেছে এবং প্রচুর মাংসও রহিয়াছে, কিন্তু তোমার তৃপ্তি সম্পাদন হয় নাই, অতএব তুমি কি-জন্য ভক্ষণে ক্ষান্ত হইলে? এই কথায় গরুড় ভটস্থ ভাবে কহিল, হে মহাত্মন্! আমি তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া এত শোণিত পান করিলাম, তাহাতে তুমি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছ। তজ্জন্য আমি তো-মার গুণে বশীভূত হইয়া তোমার কৃতদাস হইলাম। এ ক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলুন, আপনি কে? জীমূতবাহন কহিলেন, হে পক্ষীন্দ্র। যখন তুমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হই-

য়াছ, তখন তোমার এরূপ কথায় কোন প্রয়োজন করে-না। তুমি আমার শরীর হইতে রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া নিজ ক্ষুধা নিবারণ কর।

উভয়ে এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় শংখচূড় সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে বিনতানন্দন! তুমি এরূপ সাহস করিও না, তুমি নাগ ভ্রমে যুবরাজ জীমূতবাহনকে লইয়া আসিয়াছ, অতএব শীঘ্র ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া আমারে ভক্ষণ কর। কারণ তোমার আহারের নিমিত্ত বাসুকি পর্য্যায় ক্রমে অদ্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইনি তোমার ভক্ষ্য নহেন। এই বলিয়া স্বীয় বক্ষদেশ গরুড়ের চঞ্চুর নিকটে ধারণ করিল।

জীমূতবাহন শঙ্খচূড়কে দেখিয়া কহিলেন, আহা, শঙ্খচূড়! তুমি এ স্থানে আগমন করিয়া আমার চির মনোরথ বিফল করিলে। গরুড় উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, তোমাদিগের দুই জনেরই তুল্য বধ্য চিহ্ন, অতএব কে নাগ ও কে মনুষ্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব। শঙ্খচূড় কহিল, হে খগেশ্বর! ইহা তোমার অত্যন্ত ভ্রম বলিতে হইবে। যে হেতু তুমি বিদ্যাধর ও সর্প উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া বিবেচনা করিতেছ না। এই দেখ, ইহাঁর বক্ষস্থলে রাজাদিগের মঙ্গলচিহ্ন স্বরূপ গাত্রে কঞ্চুক রহিয়াছে, আর আমার মুখ হইতে অনবরত গরল নির্গত হইতেছে। গরুড় ক্ষণ কাল উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করত শঙ্খচূড়ের ফণা দর্শন করিয়া বিষণ্ণ বদনে কহিল, আঃ! তবে আমি কাহাকে বিনাশ করিলাম। শঙ্খচূড়

কহিল, তুমি বিদ্যাধরবংশতিলক যুবরাজ জীমূতবাহনকে কেন এতাদৃশ নির্দ্দয় ব্যবহার করিলে। গরুড় শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে মনে মনে কহিতে লাগিল, হায়! আমি এমন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; ইনি কি সেই বিদ্যাধরকুমার জীমূতবাহন, যাঁহার যশ ঘোষণা পৃথিবীমণ্ডলে, পর্ব্বত গুহায় ও নানা দিক্ দিগন্তে প্রচারিত হইতেছে; এ ক্ষণে আমি এই মহাত্মারে অকারণে ক্লেশ প্রদান করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইলাম। জীমূতবাহন শংখচূড়কে কহিলেন, হে ফণীন্দ্র! তুমি কি নিমিত্ত এত উদ্বিগ্ন হইতেছ? শংখচূড় কহিল, যুবরাজ! তোমার জন্য কি আমার উদ্বেগ হয় না? তুমি স্বীয় শরীর প্রদান করিয়া আমার এই সামান্য দেহ রক্ষা করিলে। অতএব যদি পাতালপুরে তোমার কোন বিপদ্ ঘটনা হয়, সে স্থান হইতেও তোমারে উদ্ধার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গরুড় এই সকল কথা শুনিয়া কহিল, হায়! আমার গ্রাসাগ্রে যে সর্প পতিত হইয়াছিল, তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইনি নিজ শরীর প্রদান করিয়াছেন। আহা! এমন মহাত্মা ব্যক্তি কি আর দ্বিতীয় দৃষ্টিগোচর হয়, আমি এই ধর্ম্মশীল মহাত্মাকে ক্লেশ প্রদান করিয়া অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি। এ ক্ষণে অগ্নিপ্রবেশ ব্যতিরেকে এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আর অন্য উপায় নাই। এখন কি করি, হুতাশন কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বলিয়া ইতস্তত দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, ঐ যে কএক ব্যক্তি অগ্নি-হস্তে এই দিকে আগমন করিতেছেন; অতএব উহাঁদিগের আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করি। শংখচূড় কহিল, যুবরাজ!

ঐ তোমার পিতা মাতা আগমন করিতেছেন। জীমূতবাহন পিতামাতার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া কহিলেন, শংখচূড়! তুমি এই বস্ত্রখানা আমার গাত্রে আচ্ছাদন করিয়া আমারে একটু উত্থাপিত করাও, নতুবা পিতা মাতা আমারে এই রূপ অবস্থায় নিরীক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। শংখচূড় পার্শ্বস্থিত উত্তরীয় বসন দ্বারা যুবরাজের গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিল।

এ দিকে পত্নী ও বধূর সহিত রাজা জীমূতকেতু তদভিমুখে আগমন করিতে করিতে সজল নয়নে কহিলেন, হা পুত্র জীমূতবাহন! তুমি বিজ্ঞ হইয়া অবোধের ন্যায় কেন এ রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে। যখন তুমি আত্মীয় পর এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলে না, তখন তোমার এ রূপ দয়ার তাৎপর্য্য কি? এক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত নিজ পিতা, মাতা ও পত্নী প্রভৃতি সমুদয় বিদ্যাধর বংশের প্রাণ বিনাশ করিলে। অনন্তর মহিষী মলয়বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎসে! সমাশ্বস্ত হও, এই দেখ, আমাদিগের হস্তস্থিত অগ্নি, ক্রমে ক্রমে আপনিই নির্ব্বাণ হইতেছে। গরুড় রাজা জীমূতকেতুকে শোকার্ত্ত দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে কহিল, বোধ হয়, এই ব্যক্তিই ইহাঁর পিতা, অতএব উহাঁর হস্তস্থিত অগ্নি লইয়া আমি স্বীয় শরীর দাহ করি, নতুবা উহাঁর নিকটে আমি কি বলিয়া মুখ দেখাইব। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, এই কণামাত্র অগ্নির নিমিত্ত আমি কেন এত ব্যস্ত হইতেছি, সমুদ্র মধ্যে যে বাড়বানল প্রলয়কালে পৃথীবি দগ্ধ করিবে, তাহাতেই ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করি, তাহা

হইলে আমার পাপের উত্তম প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অথচ ইহাঁর পিতার নিকট আমারে মুখ দেখাইতে হইবে না। এই বলিয়া গমনোদ্যত হইলে জীমূতবাহন কহিলেন, হে খগেশ্বর! এরূপ আচরণে তোমার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাতে তোমার পাপের প্রায়-শ্চিত্ত হইবে না। এই কথায় গরুড় তটস্থভাবে জীমূত-বাহনের নিকটে পাতিতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহাশয়! তবে ইহার উপায় কি, অনুগ্রহ করিয়া তদুপদেশ আমারে প্রদান করুন। জীমূতবাহন কহিলেন, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমার পিতামাতা আগমন করিতেছেন; অগ্রে আমি উহাঁদিকে প্রণাম করি, তৎপরে ইহার ব্যবস্থা করিব।

অনন্তর রাজা জীমূতকেতু তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করত সহর্ষে মহিষীকে কহিলেন, দেবি! আমাদিগের পরম সৌভাগ্য, ঐ দেখ, পুত্র জীমূত-বাহন উববিষ্ট আছে এবং গরুড় উহাকে ভক্ষণ না করিয়া শিষ্যের ন্যায় করযোড়ে নিকটে বসিয়া রহিয়াছে। মহিষী শোকভরে কহিলেন, মহারাজ! আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, জীমূতবাহনকে পুনরায় তদবস্থায় অবলোকন করিব। মলয়বতী তচ্ছ্রবণে সজল নয়নে কহিলেন, আমার বিশ্বাস হইতেছে না যে, আর্য্যপুত্রকে পুনরায় সেই রূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া নয়নযুগল সার্থক করিব। এই রূপ কহিতে কহিতে সকলে তথায় উপস্থিত হইলে জীমূতকেতু কহিলেন, বৎস! এস এস, আমারে আলিঙ্গন প্রদান কর। জীমূতবাহন উঠিতে উদ্যত হইয়া গা-

ত্রের ক্ষত বেদনা প্রযুক্ত মোহ প্রাপ্ত হইলেন। জীমূতকেতু তদ্দৃষ্টে কহিলেন, বৎস! সে কি, তুমি আমারে দেখিয়া মূর্চ্ছাগত হইলে। মহিষী কহিলেন, বৎস! তুমি একটি কথা মাত্র বলিয়া আমাদিগকে সুস্থ করিলে না। মলয়বতী বাষ্পাকুল লোচনে কহিলেন, হা প্রাণেশ্বর! তুমি কি গুরুজনকে চক্ষে দেখিলে না। এইরূপ কহিয়া সকলেই মূর্চ্ছিত হইলেন। শঙ্খচূড় তদবলোকনে আপনাকে নিন্দা করিয়া শোকভরে কহিল, হা দুর্ভাগ্য শঙ্খচূড়! তোমার গর্ভেতেই মৃত্যু হইল না কেন, জীবিত থাকাতে তোমাকে পদে পদে তাহা হইতে অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। শঙ্খচূড়ের এই রূপ আক্ষেপোক্তি শ্রবণে গরুড় কহিল, শঙ্খচূড়! তুমি বৃথা কেন আত্মনিন্দা করিতেছ, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে আমারই মূর্খতা প্রকাশ হইয়াছে। কারণ আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া এরূপ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহারই প্রতিফল ভোগ করিতেছি। অনন্তর পক্ষ দ্বারা সকলকে বীজন করিয়া কহিল, মহারাজ! স্থির হও স্থির হও।

গরুড়ের পক্ষ বীজনে সকলের মূর্চ্ছাপনোদন হইলে মহিষী সজল নয়নে কহিলেন, হা পুত্র! তুমি আমাদিগকে দর্শন মাত্র কি একেবারে প্রাণত্যাগ করিলে। হায়! আমার কি হইল! আর কে আমাকে মাতৃসম্বোধন করিবে। এই বলিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজা মহিষীকে এই রূপ শোকাতুরা দেখিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি এরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করিও না! তোমার পুত্র জীবিত আছেন, এ ক্ষণে তোমার বধূকে সান্ত্বনা কর।

মহিষী এই কথায় সজল নয়নে মলয়বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎসে! গাত্রোত্থান করিয়া তোমার ভর্ত্তার মুখ দর্শন কর। মলয়বতী উঠিয়া "হা নাথ! হা জীবিত-সর্ব্বস্ব!" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহিষী অঞ্চল দ্বারা তাঁহার নয়নাশ্রু মার্জন করত কহিলেন, বৎসে! স্থির হও, আর ক্রন্দন করিও না। রাজা জীমূতবাহনকে অবলোকন করিয়া সজল নয়নে মনে মনে কহিতে লাগি-লেন, গরুড় আমার পুত্রকে এরূপ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে যে, তাহাতে ইহাঁর প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল দেখিয়া আমি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইতেছি; কিন্তু আমি কি নিষ্ঠুর, বৎস জীমূতবাহনকে এরূপ অবস্থা-পন্ন দেখিয়াও এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। অনন্তর মহিষী জীমূতবাহনের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া গরুড়কে সম্বোধন করত কহিলেন, হে নির্লজ্জ গরুড়! আমার এই সুকুমার কুমারকে এরূপ ক্ষত বিক্ষত করিতে কি তোমার কিছু মাত্র করুণার উদ্রেক হইল না। জীমূতবাহন ইহা শুনিয়া কহিলেন, মাতঃ! ও কথা বলিবেন না, ইহাঁর কোন দোষ নাই। স্বভাবতই চর্ম্মাচ্ছাদিত শরীর, চর্ম্মচ্যুত হইলে যে রূপ দৃষ্ট হয়, এ ক্ষণে আমার সেই রূপ হইয়াছে। অতএব যদি এই ক্ষণবিধ্বংসী ক্ষুদ্র শরীর পরোপকার না করিবে, তবে আর ইহার শোভায় প্রয়োজন কি।

অনন্তর গরুড় আক্ষেপ করিয়া কহিল, মহাশয়! আপ-নার এই রূপ অবস্থা দর্শনে আমার বোধ হইতেছে যেন আমি নরকে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এ ক্ষণে আপনার নিকটে আমার প্রার্থনা এই যে, কিরূপে

এ দুঃসহ নরক ভোগ হইতে পরিত্রাণ হই, তাহার উপদেশ প্রদান করুন। জীমূতবাহন কহিলেন, তোমার এই পাপ হইতে বিমোচনের এক মাত্র উপায় আছে। তুমি নিত্য যে প্রাণিহিংসা কর, তাহা হইতে বিরত হও এবং পূর্ব্বে যে সকল পাপ করিয়াছ, তাহা প্রকাশ করিয়া অনুতাপ ও সকল প্রাণীকে অভয় প্রদান কর। এই সকল কর্ম্ম করিলে তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। এই সকল উপদেশ বাক্য শুনিয়া গরুড় সানন্দ চিত্তে কহিল, যে আজ্ঞা আমি এত কাল অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, অদ্য আপনি আমাকে এই উপদেশ দ্বারা সেই কুনিদ্রা হইতে সচেতন করিলেন। আমি অদ্যাবধি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, কখন কোন প্রাণীর প্রাণ সংহার করিব না। এ ক্ষণে নাগ সকল তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী পৃথিবীর যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই অবলীলাক্রমে ভ্রমণ এবং তাহাদিগের পত্নীরা তোমার সুখ্যাতি দেশ বিদেশে কীর্ত্তন করুক। জীমূতবাহন গরুড়ের এই রূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন, সাধু গরুড়! সাধু! তোমার এই প্রতিজ্ঞাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু সাবধান যেন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন না হয়। অনন্তর শংখচূড়কে কহিলেন, এক্ষণে তুমিও স্বগৃহে প্রস্থান কর। শংখচূড় এই কথায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোবদনে অবস্থিতি করিল। জীমূতবাহন তদ্দর্শনে কহিলেন, শংখচূড়! বোধ হয়, তোমার মাতা তোমাকে গরুড়ের গ্রাসে পতিত জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা আছেন, অতএব তুমি শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া তাঁহারে সান্ত্বনা কর। এই সকল কথা শুনিয়া মহিষী সজল নয়নে কহি-

লেন, আহা! সেই মাতাই ধন্য যে, আপনার পুত্রকে এই রূপ অবস্থায় পতিত জানিয়া পুনরায় অক্ষত শরীরে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করে। অনন্তর শংখচূড়ের প্রতি কহিলেন, বৎস! তোমার মাতা অত্যন্ত ভাগ্যবতী। শংখচূড় কহিল, মাতঃ! তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু যদি কুমার এ ক্ষণে সুস্থশরীর হন, তাহা হইলে সকলই সুখের বিষয়।

জীমূতবাহন নিজ গাত্রের বেদনা অনুভব করত কহিলেন, পরোপকারের নিমিত্ত আমার অত্যন্ত অভিলাষ ছিল বলিয়া, এ পর্য্যন্ত কোন যাতনাই অনুভব করি নাই, এ ক্ষণে আমি মর্ম্মচ্ছেদী বেদনায় অতিশয় কাতর হইতেছি। এই বলিয়া মৃতপ্রায় অবস্থিতি করিলেন। জীমূতকেতু তদ্দৃষ্টে সসম্ভ্রমে কহিলেন, হা বৎস! তুমি কেন এরূপ হইতেছ। মহিষী তদবস্থা দর্শনে হায়! আমার কি হইল বলিয়া বক্ষস্থলে করাঘাত করত কহিলেন, হা পুত্র জীমূতবাহন! তুমি আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিলে, আর কি আমি তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইব না। মলয়বতী শোকাভিভূত হইয়া সজল নয়নে কহিলেন, হা আর্য্যপুত্র! হা জীবিতেশ্বর! তোমার আকার সন্দর্শনে বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে যে, তুমি এই চির দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছ। জীমূতবাহন করযোড় করিতে সমুৎসুক হইয়া কহিলেন, শংখচূড়! তুমি আমার হস্ত দুইটি যোড় করিয়া দাও। শংখচূড় তাহা করিয়া সজল নয়নে কহিল, কি পরিতাপ! এই জগৎ সংসার কি একেবারে অনাথ হইল। জীমূত-

বাহন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অৰ্দ্ধদৃষ্টি করত পিতা মাতার প্রতি কহিলেন, হে পিতঃ! হে মাতঃ! তোমাদিগের চরণে এই আমার শেষ প্রণাম। আমার শরীরে আর শক্তি নাই, কর্ণে স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিতে অক্ষম হইয়াছি এবং চক্ষু প্রায় মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল কারণ বশত আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছি। অনন্তর গরুড়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে খগেশ্বর! তুমি সর্পকুলকে রক্ষা কর। এই বলিয়া ধরাতলশায়ী হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মহিষী তদ্দৃষ্টে হাহাকার করিয়া কহিলেন, হা পুত্র! হা বৎস! হা গুরুজন বৎসল! তুমি এক বার আমার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান কর। এই রূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। জীমূতকেতু আৰ্ত্তস্বরে কহিলেন, হা বৎস জীমূতবাহন! হা প্রণয়ীজন বল্লভ! হা সর্ব্বগুণ নিধে! তুমি কি যথার্থই অন্তর্হিত হইলে। অনন্তর উর্দ্ধে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, আহা বৎস! তুমি লোকান্তরিত হইলে তোমার ধৈর্য্যগুণ কোথায় গমন করিবে। বিনয় কি পৃথিবী হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। আহা বৎস! তোমার ক্ষমাগুণ ধারণ করে, এরূপ ব্যক্তিই বা কোথায়; অতঃপর তোমার দাতৃত্বশক্তি কোথায় গমন করিবে; সত্য একেবারে বিনষ্ট হইল, তোমার করুণাগুণ কোথায় যাইবে। অতএব বৎস! তোমার অদর্শনে জগৎ সংসার শূন্য হইল, তাহার সন্দেহ নাই। মলয়বতী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে যুবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হা নাথ! হা আর্য্যপুত্র! তুমি কি

যথার্থই আমাকে পরিত্যাগ করিলে। হায়! আমি কি নিষ্ঠুর! তোমাকে এরূপ অবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া এখন জীবিত রহিয়াছি। এই রূপ খেদ করিতে করিতে কণ্ঠরোধ হওয়াতে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, সুতরাং বাষ্পাকুল লোচনে মৃতপ্রায় অবস্থিতি করিলেন। তখন শংখচূড় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হা কুমার! এ ক্ষণে আমরা কোথায় গমন করিব। আর কে আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবে।

শংখচূড়কে রোদন করিতে দেখিয়া মহিষী ঊর্দ্ধে দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্ লোকপাল! কোন রূপে অমৃত বৃষ্টি করিয়া আমার পুত্রকে জীবিত কর। গরুড় অমৃতের নাম শ্রবণে প্রফুল্ল চিত্তে মনে মনে কহিতে লাগিল, এ ক্ষণে বোধ হইতেছে যে, আমার এই অখ্যাতি অবিল-ম্বেই দূরীভূত হইতে পারে। কারণ আমি দেবরাজ সহস্রলোচনের নিকট প্রার্থনা করিয়া অমৃত বর্ষণ পূর্ব্বক জীমূতবাহনের এবং পূর্ব্বভক্ষিত নাগগণের প্রাণ দান করিব। যদ্যপি ইন্দ্র আমার প্রার্থনায় সম্মত না হন, তবে যুদ্ধ দ্বারা দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া অমৃত হরণ পূর্ব্বক দুই পক্ষ দ্বারা বর্ষণ করিব। এই রূপ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবলোকে গমন করিল।

গরুড় প্রস্থান করিলে জীমূতকেতু শংখচূড়কে কহিলেন, বৎস! এ ক্ষণে তুমিই আমার পুত্র স্বরূপ, অতএব আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক আমাদিগ-কে চিতা রচনা করিয়া দাও। আমরা তদুপরি আরোহণ করিয়া জীমূতবাহনের অনুগমন করিব। মহিষী তাহা

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস শংখচূড়! সত্বরে তাহার আয়োজন কর, আমাদিগকে না দেখিয়া জীমূতবাহন অত্যন্ত দুঃখিত আছেন। অনন্তর শংখচূড় তাঁহাদিগের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চিতা রচনা পূর্ব্বক কহিলেন, হে পিতঃ! হে মাতঃ! এই চিতা প্রস্তুত হইয়াছে। জীমূতকেতু কহিলেন, দেবি! আর বৃথা রোদনের ফল কি। এ ক্ষণে চল আমরা চিতারোহণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করি। এই বলিয়া সকলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে চিতারোহণে প্রস্তুত হইলে মলয়বতী কৃতাঞ্জলিপুটে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে ভগবতি কাত্যায়নি! আপনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে "তোমার ভর্ত্তা রাজচক্রবর্ত্তী হইবে," অতএব মাতঃ! আমার মন্দভাগ্য প্রযুক্ত কি আপনার বাক্যও ব্যর্থ হইল।

এই কথায় গৌরী সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! কর কি! এরূপ সাহস করিও না। রাজা ভগবতীকে দর্শন করিবা মাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, এ কি! নিষ্পাপদর্শনা গৌরী উপস্থিত হইলেন। ভগবতী মলয়বতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! চিন্তা কি, আর বিলাপ করিও না, রাজকুমার এখনই পুনর্জ্জীবিত হইবেন। অনন্তর নিজ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া জীমূতবাহনের গাত্রে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার প্রাণ দান করিয়া এই জগৎ সংসারের মহৎ উপকার করিয়াছ, তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তুমি পুনর্জ্জীবিত হও। ভগবতী কাত্যায়নীর প্রসাদে যুবরাজ পুন-

জীবিত হইলে রাজা প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, দেবি! আমাদিগের কি সৌভাগ্য! বৎস জীমূতবাহন পুনরায় জীবিত হইলেন! মহিষী কহিলেন, মহারাজ! সে কেবল ভগবতীর অনুগ্রহ মাত্র।

অনন্তর জীমূতবাহন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৌরীকে দর্শন করিয়া করযোড়ে কহিলেন, ইনিই কি নিষ্পাপদর্শনা ভগবতী কাত্যায়নী? যাঁহারে আরাধনা করিলে মানবগণ অভিলষিত বর প্রাপ্ত হয় ও চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করে? অতএব হে জগৎরক্ষণকারিণী বিদ্যাধরবংশসেবিতে! আমি আপনার চরণে প্রণাম করি। এই বলিয়া ভগবতীর পদতলে নিপতিত হইলেন। রাজা উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এ কি! বিনা মেঘে বৃষ্টি হইতেছে। হে মাতঃ ভগবতি! ইহার তাৎপর্য্য কি? গৌরী কহিলেন, মহারাজ! গরুড় পশ্চাৎ তাপযুক্ত হইয়া জীমূতবাহের এবং তদ্ভক্ষিত সর্পগণের প্রাণ দান করিবার নিমিত্ত দেবলোক হইতে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। অনন্তর অঙ্গুলি দর্শাইয়া কহিলেন, ঐ দেখ, নাগ সকল শংখচূড়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আহা! উহাদিগের কি চমৎকার শোভা! মস্তকে মণির কিরণ উঠিতেছে ও জিহ্বাদ্বয় অমৃতরসাস্বাদ লোভে ভূমি লেহন করিতেছে। আর দেখ, মলয়গিরি হইতে যে সকল নদী সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সহায় করিয়া সর্পগণ বক্র ভাবে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অনন্তর জীমূতবাহনের প্রতি কহিলেন, বৎস! তোমার জীবন দান করিয়া যে আমার উচিত কর্ম্ম করা হইয়াছে, তাহা

নয়, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে সুবর্ণপদ্ম মিশ্রিত মন্দাকিনী গঙ্গার জল রত্নকুম্ভে পরিপূর্ণ করিয়া তোমারে অভিষেক পূর্ব্বক বিদ্যাধর চক্র-বর্ত্তী করিব। ঐ দেখ, তোমার বন্দনা করিবার নিমিত্ত বিদ্যাধরগণ অপ্সরোগণ সমভিব্যাহারে এই দিকে আগমন করিতেছে ও মতঙ্গ প্রভৃতি তোমার শত্রু পক্ষেরা এবং বিদ্যাধর রাজারা তোমাকে স্তব করিতে আগমন করিতে-ছে। অতএব তুমি এক্ষণে বল, আমি তোমার আর কি উপকার করিব। জীমূতবাহন কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মাতঃ! ইহা অপেক্ষা আর আমার কি প্রিয় কার্য্য আছে। আপনি শঙ্খচূড়কে গরুড়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ ও গরুড়কে বিনীত করিলেন এবং আমার প্রাণ দানে পিতা মাতা গরুজনদিগকে রক্ষা করিয়া আপনি সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। অতএব আপনার নিকটে আমি আর কি প্রার্থনা করিব! তবে আপনার অনুগ্রহে আমি এই মাত্র আকাঙ্খা করি যে, সময়ে বারিবর্ষণ হইয়া পৃথিবী শস্যশালিনী হউক এবং সকল দেশের রাজাগণ নির্ভয় অন্তঃকরণে পুত্র পৌ-ত্রের সহিত পরম সুখে কালাতিপাত করুক।

নাগানন্দ সমাপ্ত।